NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বাংলাদেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করল ভারত

৫৬ বছর পর বরফের নিচ থেকে উদ্ধার চার অক্ষত দেহ ৭

কলকাতা ২ অক্টোবর ২০২৪ ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.10.2024, Vol.18, Issue No. 114, 8 Pages, Price 3.00

## ১০ দফা দাবিতে আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা

# ফের পূর্ণ কর্মবিরতির ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করেই মহালয়ার আগের দিন থেকে ফের পূর্ণ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। স্বাভাবিক ভাবেই আরও জোরদার হবে আন্দোলন। তবে পুজোর সময় আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি তাঁরা। এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত জানাবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আংশিকভাবে কাজে ফিরেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ১০ দিন কাজ করার পর ফের পূর্ণ কর্মবিরতি ঘোষণা। সরকার পক্ষের কাছে ১০ দফা দাবি তুলে ধরেছেন তাঁরা। দাবি পূরণে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে পূর্ণ কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সামনেই দুর্গাপুজো। বুধবার মহালয়া। তার ঠিক মুখেই দ্বিতীয় বারের জন্য পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করল রাজ্যের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের মিলিত মঞ্চ।

জুনিয়র ডাক্তারদের ফের পূর্ণ কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছে শাসকদল। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এই সিদ্ধান্তকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, কাদের পরামর্শ ও স্বার্থে এবং কোন উদ্দেশ্যে এই কর্মবিরতি করা হচ্ছে? জুনিয়র ডাক্তারদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করারও পরামর্শ দিয়ে কুণাল বলেন, 'যখন সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য, তখন এই সিদ্ধান্ত ভাবা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বার বার চেষ্টা করেছেন, আলোচনা করেছেন। পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্ত কাজ চলছে। এক দিকে যখন উৎসবের মরশুম, অন্য দিকে বন্যা পরিস্থিতি; এমন সময়ে কাদের পরামর্শে কর্মবিরতি করা হচ্ছে? যে গরিব মানুষেরা সরকারি হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য, তাঁদের হয়রানির মধ্যে ফেলা হচ্ছে এবং বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে। সেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে প্রচুর বিল।'

আজ অর্থাৎ মহালয়ার দিন জুনিয়র ডাক্তারদের একটি পূর্বঘোষিত কর্মসূচি রয়েছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল। যেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি শহর ও শহরতলির সাধারণ নাগরিকদের পা মেলাতে দেখা যেতে পারে। যেমন দেখা গিয়েছিল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের পূর্ব কর্মসূচিগুলিতে। মিছিল শেষে ধর্মতলায় একটি সভাও করার কথা রয়েছে তাঁদের। কিন্তু এর পরের দিনগুলিতে কোন পথে এগোবে প্রতিবাদ কর্মসূচি, তা নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেননি জুনিয়র ডাক্তারেরা। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি অনিকেত মাহাতো বলেন, '২ অক্টোবর আমাদের মিছিল রয়েছে। এই পর্যন্ত কর্মসূচি স্থির রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে কী হবে বা কী হবে না, সে বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

অতীতে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলাকালীন হাসপাতালে রোগী পরিষেবা সচল রাখতে একটি বড় ভূমিকা দেখা গিয়েছিল সিনিয়র ডাক্তারদের। তবে সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ যে পরিমাণ থাকে, তাতে পরিষেবা সচল রাখতে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল সিনিয়র ডাক্তারদের। এ বারও কি সে রকম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে! যদিও জুনিয়র ডাক্তারদের অন্দরমহলে চর্চা, পুজোর সময় অনেক ডাক্তারই ছুটিতে থাকেন। তুলনায় রোগীর সংখ্যাও কম হয়। যে সব অস্ত্রোপচারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন নেই, সেগুলিও পুজোর সময় করা হয় না। রোগীর চাপ কম থাকার কারণে সমস্যা হবে না বলেই মনে করছে জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকেই অনিকেত-কিঞ্জলেরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা কাজে ফিরতে চান। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ১০ দফা দাবি সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে হবে না। কিন্তু দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট সদর্থক পদক্ষেপ করা হলেই কাজে ফিরতে প্রস্তুত তাঁরা। সেই কথার রেশ টেনেই জুনিয়র ডাক্তারদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, পুজো পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে এটাই বা ধরে নেওয়া হচ্ছে কেন? সরকারকে তার আগেই সদর্থক ভূমিকা দেখাতে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, এই যুক্তিটিও তুলে ধরছেন তাঁরা।

## নতুন সমিতি গঠনে নির্দেশিকা জারি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** **আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্না মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়া হবে। নতুন করে ওই সমিতি গঠন হবে। মত হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন ওই হাসপাতালগুলির অধ্যক্ষেরাই। অর্থাৎ, কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আর কোনও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে দেখা যাবে না। সমিতিতে কারা কারা থাকবেন, তা-ও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মত মঙ্গলবার নির্দেশিকা জারি করা হলো। সেখানে জানানো হয়েছে এবার থেকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ। সদস্য সচিব হবেন সংশ্লিষ্ট কলেজের এমএসভিপি। এরা ছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতিতে একজন জনপ্রতিনিধি-সহ আরো ছয় সদস্য থাকবেন। তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ মনোনীত বিভাগীয় প্রধানপদমর্যাদার দুজন শিক্ষককে রাখা হচ্ছে। আর থাকবেন সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কর্মরত একজন করে সিনিয়র ও জুনিয়র ডাক্তার ও নার্সদের একজন প্রতিনিধি।**

**সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিগুলির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে সাধারণত জনপ্রতিনিধিরাই থাকতেন। স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদ ওই পদ পেতেন। এ বার সেই পদ্ধতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। এবার একজন জনপ্রতিনিধি থাকবেন তবে শুধুমাত্র সাধারণ সদস্য হিসেবে। তার বিশেষ কোনো ক্ষমতা বা পদমর্যাদা থাকছে না।**

## উপত্যকায় ভোট পড়ল ৬৫.৬৫ শতাংশ

**শ্রীনগর, ১ অক্টোবর:** মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় তথা শেষ দফায় বিধানসভা ভোটগ্রহণ হল। বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৫.৬৫ শতাংশ। সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। ৯০টি আসনের মধ্যে তৃতীয় দফায় মোট ৪০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। এর মধ্যে ২৪টি আসন জম্মুর অংশে (জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া এবং উধমপুর জেলায়)। বাকি ১৬টি আসন কাশ্মীর উপত্যকায় (বারমুল্লা এবং কুপওয়ারা জেলায়)। তৃতীয় দফার ভোটে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৪১৫ জন। পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। তৃতীয় দফায় মোট ভোটার প্রায় ৩৯ লাখ। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ছিল আঁটসাট নিরাপত্তা। ভোটগ্রহণ পর্ব ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর ছিল নির্বাচন কমিশন।

## ছত্তিশগড়ের নাশকতায় বাংলার ৭ জায়গায় এনআইএ তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ছত্তিশগড়ের একটি মাওবাদী নাশকতা এবং মাওবাদী সংগঠন সংক্রান্ত তদন্তে রাজ্যের ৭ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনআইএ। মঙ্গলবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। এনআইএ-এর সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশি চলছে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সোদপুর ও জগদ্দলে। তল্লাশি চলছে আসানসোলের এক গবেষকের বাড়িতেও।

প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদী নাশকতার ফান্ডিং ও সংগঠন সংক্রান্ত তদন্তে নেমে এ রাজ্যের সাত জায়গার নাম আতস কাচের নীচে এসেছে। তার ভিত্তিতেই তল্লাশি চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোদপুরের পল্লিশ্রী এলাকায় মানবাধিকার কর্মী শিপ্রা চক্রবর্তী ও মানবেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চলে। আসানসোলের দুটি জায়গায় তল্লাশি চলে। একজনের নাম অভিজ্ঞান সরকার, যিনি মূলত গবেষক হিসাবেই পরিচিত। যাদবপুরের এই প্রাক্তনী এর আগে সিঙ্গুর আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

# উদ্বোধন নয়, শ্রীভূমি থেকে উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

## দেবী-পক্ষের শুরু থেকে মোট ৫৩ টি পুজোর উদ্বোধন করবেন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়েও পুজোর উদ্বোধন করলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা করলেন, তা হল উৎসবের সূচনা। তার কারণও ব্যাখ্যা করলেন তিনি। জানালেন, পিতৃপক্ষে মায়ের পুজোর উদ্বোধন হয় না। বলেন, 'ধর্ম, শাস্ত্র, এসব আমিও কিছুটা জানি।' তবে মঙ্গলবার থেকে উৎসবের সূচনা হয়ে গেল, তা ঘোষণা করে দিলেন তিনি। মমতার কথায়, 'আবার তো সবাই ন্যারেটিভ শুরু করবেন, মহালয়ার আগে পিতৃপক্ষের উদ্বোধন করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এত বোকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়।' মঙ্গলবার বিকেলে কার্যত তাঁর হাত ধরে শ্রীভূমির মতো বিখ্যাত পুজোমণ্ডপের দুয়ার খুলে গেল, তা বলাই যায়।

প্রতি বছর মহালয়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী পুজোর উদ্বোধন করেন। এবছর তার আগেই উৎসবের সূচনা হয়ে গেল তাঁর হাত ধরে। এদিন শ্রীভূমিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির সেরা উৎসবে শুভেচ্ছাবার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করলেন। ফের ডিভিসি-কে তোপ দাগলেন তিনি। মনে করিয়ে দিলেন, উৎসবের পাশাপাশি বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যের কথা ভুললে চলবে না। এখনও যাঁরা ত্রাণশিবিরে, তাঁদের জন্য শুকনো খাবারের প্যাকেট দিতে হবে, যাতে খাবারের অভাব না ঘটে।

পুজোর দিনগুলিতে রাস্তায় যানজট হয়। এনিয়ে আগেও সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন উৎসবের সূচনা করেও তা নিয়ে সতর্ক করলেন তিনি। বলেন, 'এই সময় অনেকে বিমানবন্দরে যাতায়াত করেন। তাঁদের জন্য ট্রাফিক খুব ভালোভাবে সামলানো দরকার। নিত্যযাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকটা দেখতে হবে।' এদিন আরও তিনটি নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার মহালয়া -দেবী পক্ষের প্রথম দিন থেকেই পুরোদমে পুজো উদ্বোধন শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা মিলিয়ে এবার তিনি নিজে গিয়ে মোট ৫৩ টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে উত্তর কলকাতার বেশ কিছু পুজো এবারই নতুন যুক্ত হয়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোট ছ'টি পুজোর উদ্বোধন করবেন। যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার বাবু বাগান, ৯৫ পল্লী, যোধপুর পার্ক ও চেতলা অগ্রণী। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী সেলিমপুর পল্লীর পুজোরও উদ্বোধন করবেন। জানা গিয়েছে , ওই দিন দুপুরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় মুখপত্র জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ করবেন। এরপর হাতিবাগান সর্বজনীন থেকে পুজোর উদ্বোধন শুরু করবেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন চেতলা অগ্রণীতে। ওই মঞ্চ থেকে বিভিন্ন জেলার ৩৫০-র বেশি পুজোর তিনি ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মোট ১৫টি পুজোর উদ্বোধন কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজোর উদ্বোধন হবে সেই দিন। যার মধ্যে বেহালা নতুন দল, বেহালার বরিষা-এর পাশাপাশি আলিপুর সার্বজনীন, গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব, কালীঘাট মিলন সংঘের মতো পুজোগুলি রয়েছে। এরপর দিন অর্থাৎ শুক্রবার মোট ১২ টি পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে ভবানীপুর শীতলা মন্দির, গড়িয়াহাটের একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাব, মুদিয়ালি, বাদামতলা আষার সংঘ, ত্রিধারার মতো ক্লাবগুলি।

এসো আমরা শপথ করি, বর্জ্যমুক্ত বীরভূম গড়ি

বীরভূম জেলা পরিষদ

নিয়মিত শৌচালয় ব্যবহার করুন। খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন। বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করুন। জলের অপচয় করবেন না। পরিবেশ দূষণ রোধে গাছ লাগান। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলুন। খোলা পাত্রে জল জমতে দেবেন না। শোবার সময় মশারি ব্যবহার করুন। অহেতুক প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করবেন না।

নির্মলতা বজায় রেখে প্লাস্টিক মুক্ত সবুজ বীরভূম গড়তে সকলে এগিয়ে আসুন।

বিধান রায়
জেলাশাসক বীরভূম ও নির্বাহী আধিকারিক
বীরভূম জেলা পরিষদ

ফায়েজুল হক
সভাধিপতি
বীরভূম জেলা পরিষদ

বীরভূম জেলা পরিষদ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

Follow us @

শুভ শারদীয়া উপলক্ষ্যে

২০%* ছাড় সোনার ও হীরার গহনার মজুরীতে
২৫%* ছাড় রুপোর সামগ্রীর মজুরীতে
১০%* ছাড় হীরার দামে

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

৯ই অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত

- পুরানো গহনা বদলে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা কিনুন
- পুরানো হলমার্কযুক্ত সোনার গহনায় কোন বাদ দেওয়া হয় না

দুলাল চন্দ্র সেন জুয়েলার্স

৩১, জি. টি. রোড (সাউথ), দুলাল সেন মার্কেট, হাওড়া ময়দান,হাওড়া - ৭১১ ১০১

ফোন - ২৬৪১ ৪২৬২/ ৭০৪৪৪ ৮৯৫৯২

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Santosh Yadav S/o. Bhikhari Yadav ও Santosh Yadab S/o. Bhikhari, Bikhari Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Supriya Senapati S/o. Sufal Chandra Senapati ও Dr Supriya Senapati S/o. Lt. Dr. S Ch Senapati, Sufalchandra Senapati সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrityunjoy Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nilratan Chatterjee ও Lt. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২০৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Abani Mohan Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhupesh Chakraborty ও B. R. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি John Mardy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hopna Mardy ও Lt. H. Mardy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mobarak Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Idrish ও Sk. Idrish Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২ রা অক্টোবর। ১৪ ই আশ্বিন। বুধ বার। অমাবস্যা মহালয়া তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

**বৃষ রাশি :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

**কর্কট রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

**তুলা রাশি :** প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

**ধনু রাশি :** আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

**(পিতৃপক্ষের মহালয়া অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত। মহাত্মা গান্ধী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫০৭ নং এফিডেভিট বলে Pronay Dey S/o. Provash Chandra Dey ও Pranoy Dey S/o. P. Ch. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৯৫ নং এফিডেভিট বলে Basudeb Reddy S/o. Umapati Reddy ও P. Basudeb Reddy S/o. P. Umapati Reddy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sattyajit Bacher (old name) S/o. Kartik Chandra Bachar R/o. Ananda Math Paschimpara, Chinsurah R.S. Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sattyajit Bachar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sattyajit Bacher & Sattyajit Bachar S/o. Kartik Chandra Bachar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Suman Bachar.

## নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Bacher (old name) S/o. Sattyajit Bachar R/o. Ananda Math Paschimpara, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suman Bachar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Suman Bacher & Suman Bachar S/o. Sattyajit Bachar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ Executive Magistrate, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Jadab S/o. Late Dharamabir Jadab R/o. Hasimpur, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dharamabir Jadab & Dhamabev Bhagat উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## ।। আইনী বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতি ইন্দ্রানী মিত্র**, স্বামী- ৺সুভাষ মিত্র, পিতা- ৺অরুপ মুখার্জ্জী, মাতা- ৺শ্বেতা মুখার্জ্জী, সাকিন পি - ১০৬, ননী গোপাল রায় চৌধুরী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০১৪, (কলিকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫৫) অবগত করা যাইতেছে যে উপরিউক্ত ঠিকানায় বসত বাটিটির একমাত্র মালিকানা আছেন। বর্তমানে ইহাতে অন্য কোন শরিক নাই। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কারুর যদি কোন শরিক হিসাবে দাবি দাওয়া থাকে, তাহা উপযুক্ত প্রমান সহ আমার সেরেস্তার ঠিকানায় এসে সরাসরি অথবা ফোন করিয়া যোগাযোগ করুন। নচেৎ শরিক/মালিকানা হিসাবে কাহারো দাবি না মঞ্জুর বা বাতিল বলে গন্য হইবে।

**দেবাঞ্জন চ্যাটার্জ্জী (আইনজীবি)**
**কলিকাতা হাইকোর্ট**
**বার এ্যাসোসিয়েশন - ১৬**
**মোবাইল : ৯৮৭৪৮০ ১৪৬৫**

## বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী সুকান্ত মোদক, পিতা ৺শৈলেন্দ্র মোদক ওরফে শৈলেন্দ্র কুমার মোদক, সাং ও পোঃ-[illegible], পিন-৭৪১১৩৮, থানা-নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া ২) [illegible] I-45/24 [illegible]

বিক্রিত সম্পত্তির তপশীল পরিচয়

জেলা-নদীয়া, থানা-নাকাশীপাড়া, এ.ডি.এস.আর বেথুয়াডহরী এলাকাধীন ৪ নং তৌজি মোতাবেক ১০৩ নং ধর্মদা মৌজার বর্তমান জমিদার নদীয়া জেলা কালেক্টর সেরেস্তার লিখিত জমাজমির মধ্যে L.R ৭৩৪ নম্বর খতিয়ানে, RS ও L.R ৬৮২/৮৯৪ নম্বর দাগে ৩.২০ শতক মধ্যে ০.৭৭ শতক তন্মধ্যে ০.২১ শতক বিক্রিত সম্পত্তি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বেথুয়াডহরী B.L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**In the Court of Ld. District Delegate- Hooghly, Chinsura**
**Ref - Act 39, Case No- 34/2023**

**দরখাস্তকারী:- ময়ূরী রায় (সোম)**, স্বামী- স্বর্গীয় প্রসেনজিৎ রায়, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থালী, সাং- গোয়ালটুলী, চারঘাটা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩। অত্র দরখস্তকারীনির প্রয়াত স্বামী প্রসেনজিৎ রায়, পিতা- ৺সুখলা রায়, সাং- চুঁচুড়া লাইব্রেরী রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, তাহার জীবদ্দশায় এল.আই.সি. পলিসি করিয়াছিলেন যাহার নং- ৪৩৪৮৮৩৩৪৩ হইতেছে।

উক্ত এল.আই.সি. পলিসির বিবরন Plan/T.R.M/Pterm 151/15/10, sum assured Rs. 5,00,000 (Rupees Five Lacs), Mode - Quarterly, issuing Branch - 443, Agency Code - 08064443, D.O. B. of Policy Holder - 09/09/1972, Claim Amount - 3,21,846 with Banking Interest.

উক্ত প্রসেনজিৎ রায় মহাশয় গত ইং- ০৬/০৩/২০১৪ তারিখে পরলোক গমণ করিয়াছেন। তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি এবং এল. আই. সি. পলিসি যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহার জন্য উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত Succession Certificate ইস্যু করিবার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি বা তাহার অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আসিয়া বা উকিলবাবু মারফৎ বক্তব্য দাখিল করিবেন। অন্যথায় দরখস্তকারীনির পক্ষে Succession Certificate ইস্যু করা হইবে।

**স্বা/- সুব্রত ভট্টাচার্য**
বাদীপক্ষের উকিল বাবু

**শ্রী চরন সিং,**
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিসন) প্রথম আদালত

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**মহামান্য ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, চন্দননগর, হুগলী।**
**রেফাঃ ম্যাটস্যুট নং - ৬৮ / ২০২১**

**বিজয় পাত্র,** পিতা – মৃত সুবালক পাত্র, সাং - বালিগড়ি, থানা - তারকেশ্বর, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২৪১০।

বনাম

**অসীতা পাত্র,** স্বামী - বিজয় পাত্র, পিতা- মৃত অনিল ঘোষ, সাং – বাগবাজার ৪ নম্বর উমাচরণ মিত্র স্ট্রীট, পোঃ-বাগবাজার, থানা- শ্যামপুকুর, কোলকাতা-৭০০০০৩।

এতদ্বারা, সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী উপরোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালত উপরোক্ত নম্বর বিবাহ সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষকে বারবার সমন জারি করিলেও প্রতিপক্ষ সমন ধরিবার পরও হাজির হইতেছেন না। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফৎ হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমার আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালত কর্তৃক এক তরফা শুনানী করা হইবে ।

**স্বা/- মৌমিতা ঘোষ**
দরখাস্তকারীর তরফে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
Ph-9674314940.

আদেশানুসারে
**Sd/- Bench Clerk**
Additional District & Sessions
Judge Fast Track, Chandernagore

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**(আমমোক্তার নামা)**

আমার মক্কেল **১) শ্রীমত্যা ফুলটুসি মাল**, স্বামী- স্বর্গীয় শচীন কুমার মাল, **২) শ্রী বিশ্বনাথ মাল, ৩) শ্রী কাশীনাথ মাল, ৪) শ্রী প্রদীপ কুমার মাল**, ২, ৩ ও ৪ নং এর পিতা- স্বর্গীয় শচীন কুমার মাল, সাকিম- ধরমপুর, তাঁতিপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, **৫) শ্রীমতী চৈতালি সামন্ত(মাল)**, স্বামী- স্বর্গীয় শ্রীকান্ত সামন্ত, সাকিম- বীরেন্দ্র নগর, পূর্বপাড়া, পোঃ কাশ্বাড়া, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, **৬) শ্রীমত্যা ঝর্ণা মাল**, স্বামী- স্বর্গীয় শিশির মাল, **৭) শ্রী দীপ্তরুপ মাল, ৮) শ্রী বিশ্বরুপ মাল**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় শিশির মাল, সাকিম- ধরমপুর, তাঁতিপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, **৯) শ্রীমতী শিপ্রা দাস**, স্বামী- শ্রী শান্তিরঞ্জন দাস, সাকিম- ২২১/১, প্রিন্স আনোয়ার সাহ রোড, পোঃ ও থানা- টালিগঞ্জ, কলিকাতা- ৭০০০৩৩, **১০) শ্রীমতী নন্দিনী ঘোষ**, স্বামী- শ্রী কৌস্তভ ঘোষ, সাকিম- দীগম্বর বিশ্বাস রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, **১১) শ্রীমতী চিত্রা সাঁতরা**, স্বামী- শ্রী অসীম সাঁতরা, সাকিম- আব্দালপুর, দেধাড়া, পোঃ দেধাড়া, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০২, **১২) শ্রীমত্যা সুপ্রিয়া মাল**, স্বামী- স্বর্গীয় দিলীপ কুমার মাল, **১৩) শ্রী সুদীপ মাল, ১৪) দীপপ্রিয়া মাল**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় দিলীপ কুমার মাল, সাকিম- এম. জি. রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, **১৫) শ্রীমতী তনুশ্রী মাল**, স্বামী- শ্রী অভিক কুমার বোস, সাকিম- এন- ১৮৮/এইচ, মুদালিয়া ফাস্ট লেন, পোঃ গারডেনরীচ, থানা- মেটিয়াব্রুজ, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পিন-৭০০০২৪, **১৬) অনুশ্রী মাল**, পিতা- স্বর্গীয় তপন কুমার মাল, সাকিম- ধরমপুর মাঠের ধার (উত্তর), পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, **১৭) শ্রীমত্যা রানু দাস**, স্বামী- স্বর্গীয় কুমারেশ দাস, **১৮) শ্রীমত্যা নীলিমা মাল**, স্বামী- স্বর্গীয় তাপস মাল, **১৯) শ্রী শুভ্রনীল মাল**, পিতা- স্বর্গীয় তাপস মাল, **২০) শ্রী বাসুদেব মাল**, পিতা- স্বর্গীয় শম্ভু চরণ মাল, ১৭ নং হইতে ২০ নং সকলের সাকিম- ধরমপুর, তাঁতিপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, **২১) শ্রী প্রলয় শঙ্কর মাল**, পিতা- স্বর্গীয় প্রভাত মাল, সাকিম- ধরমপুর, সেগুনবাগান, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, **২২) শ্রীমতী অমৃতপ্রভা দুবে**, স্বামী- শ্রী নারায়ণ দুবে, সাকিম- টাউন ক্লাব রোড, বালিকা বাণী মন্দির হাই স্কুল, বেলতলা, চৌমাথা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১, বিগত ইং- ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে হুগলী ডিসট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রোর ১ নং অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬০১০২০৪৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী শুভজিৎ হালদার**, পিতা- শ্রী সুনীল হালদার, সাকিম- রবীন্দ্রনগর পশ্চিম পাড়া, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০৩, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী শুভজিৎ হালদার** নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি **শ্রীমতী ভারতী হালদার**, স্বামী- শ্রী নারায়ণ হালদার, সাকিম- ধরমপুর, কালিতলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, মহাশয়াকে বিগত ইং- ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৯৫৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

**তপশীল:** জেলা, ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী ও এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস সদর হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অধীন হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, মহল্ল্যা-ধরমপুর, হোল্ডিং নং- ১৬৯/১২৫, জে.এল. নং- ১৭, ধরমপুর মৌজাস্থিত হাল এল. আর. ৭১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল এল. আর. ১৪৩৪ (এক হাজার চারশত চৌত্রিশ) নং দাগে ১১(এগারো)ছটাক ৪০ (চল্লিশ) বর্গফুট পরিমিত বাস্তু জমি এবং ঐ একই মৌজাস্থিত হাল এল. আর. ১৪৬৬ (এক হাজার চারশত ছেষট্টি) নং দাগে ২৩ বর্গফুট পরিমিত ভিটি জমি, এক্ষুণে দুইটি দাগে মোট ১২(বারো)ছটাক ১৮(আঠারো)বর্গফুট পরিমিত বাস্তু ও ভিটি সম্পত্তি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে উপরিউক্ত সম্পত্তি লইয়া বা সম্পত্তির মালিকানা লইয়া কাহারও কোনরূপ আইনত আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ১ মাসের মধ্যে জানাইবার অনুরোধ রহিল।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**১)শ্রীমত্যা মঞ্জু পাল ওরফে মঞ্জু মুখার্জী** স্বামী ৺অতীশ মুখার্জী **২)শ্রী অভিষেক মুখার্জী** পিতা ৺অতীশ মুখার্জী **৩)শ্রীমতী আহেলী মুখার্জী** পিতা ৺অতীশ মুখার্জী উভয়ের সাকিম সাধনপুর কালনারোড, পোঃ ও থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ববর্ধমান, পিন ৭১৩১০১, বিগত ইং 29/08/2023 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8294/2023 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে ( **শ্রী সুনীল দেবনাথ** পিতা ৺জগদীশ দেবনাথ সাকিম বালিগড়ী, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 29/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-880/2024 নং দলিল মূলে **১)শ্রীমতী করবী মুখার্জী** স্বামী শ্রী সুমন মুখার্জী **২)শ্রীমতী রিম্পা মুখার্জী** স্বামী শ্রী সুগত মুখার্জী সাকিম কোলোড়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়াগণকে বিক্রয় করি।

**তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা কোলোড়া, ৯৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ১৩৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ১৫৬ নং দাগে বাস্তু জমি ২ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী করবী মুখার্জী** স্বামী শ্রী সুমন মুখার্জী **২)শ্রীমতী রিম্পা মুখার্জী** স্বামী শ্রী সুগত মুখার্জী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**শ্রী সুনীল দেবনাথ**
আমমোক্তার

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জন সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ৺**সুশীল মোদক** মহাশয়ের ওয়ারিশগণ ৩ পুত্র ও ৪ কন্যার পক্ষে তাহাদের দুই সহোদর ভ্রাতা আমার মক্কেলগণ **১)গোপাল মোদক ও ২) গনেশ মোদক** পিতা ৺সুশীল মোদক সাকিম ও পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, তাহাদের ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি যাহা ১)বলাগড় থানার অন্তর্গত **সুখড়িয়া মৌজার অধীন** ৯৬ জে.এল. ভুক্ত, হাল ১৩৩৬ নং দাগে, ৪৩৬ নং খতিয়ানে ৩২ শতক ও ৭৩৩ নং খতিয়ানে ৩২ শতক, একুনে একটি দাগে ও দুইটি খতিয়ানে মোট **৬৪ শতক** ও ২)বলাগড় থানার অন্তর্গত **কোলড়া মৌজার অধীন** ৯৫ জে.এল. ভুক্ত, ৫১৯ নং খতিয়ানে, হাল ৩৪ নং দাগে ৫০ শতক ও হাল ৪০ নং দাগে **৫০ শতক**। একুনে একটি খতিয়ানে ও দুইটি দাগে **মোট ১০০ শতক** বর্তমানে নিজ নিজ স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি ভোগ দখলে কায়েম আছেন। এক্ষণে মক্কেলগণ অর্থের প্রয়োজনে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার উদ্দ্যোগী হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক-এর কোনরূপ দাবী দাওয়া, আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় আমার মক্কেলগণের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উপযুক্ত তথ্য প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন। নচেৎ আমার মক্কেল কাহারও কোনরূপ দাবী দাওয়া নাই এই রূপ উপলব্ধি করিয়া উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল মারফৎ বিক্রয় করিয়া দেবেন। পরবর্তী কালে কোন রূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

## বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১। শ্রী মনোজ কুমার কবিরাজ, পিতা অমূল্য রতন কবিরাজ, ২। শ্রীমতি কৃষ্ণা কবিরাজ, স্বামী মনোজ কুমার কবিরাজ, গ্রাম+পোঃ+থানা গোবিন্দপুর, জেলা ধানবাদ, পিন ৮২৮১০৯, রাজ্য ঝাড়খণ্ড এর বাসিন্দা। আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ অস্তু মোদক, পিতা স্বর্গীয় অনিল কুমার মোদক, সাকিম গ্রাম+পোঃ বড়বাগান, থানা সিউড়ী, জেলা বীরভূম এর নিকট হইতে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা (৯১৮৮/২৩) এর সাহায্যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহার দলিল নম্বর হইতেছে ৩২২৬/২৪, ৪০০৩/২৪ এবং উক্ত দলিল মূলে আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ নিম্ন ক, খ, গ তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বি.এল এন্ড এল.আর.ও সিউড়ী (১) বীরভূম অফিসে রেকর্ড ভুক্ত করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে, নিম্ন ক, খ, গ তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলগণের নাম নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বরাবর রেকর্ড ভুক্ত হইয়া যাইবে।

**তপশীল (ক)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা চণ্ডীপুর, জেঃ এল নং ১৯১, খতিয়ান নং ৩৮৩, ৩৮৪, ১০৫, ২২৫ দাগ নং -৩০, ২০৩, ২১১, ২১৪, ২১৬/৬৬৩

**তপশীল (খ)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা বরগাঁও, জেঃ এল নং ১৯২, খতিয়ান নং ৬২২, ৬২০, ৬২৩, ৪৯৯, ১৪৪, ১১৩, ১১২, ৭৯, ৫২৮, ৫৪০, ৫৩৯, দাগ নং ৭৩, ৭৬, ৮৩, ৭০/৩৬৩, ৭১, ৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৯৯, ৯৬/৩৩৬, ১১৪, ১১০, ৮৬, ৮৫, ৯৪, ৯৪/৩৬৬, ৯৫

**তপশীল (গ)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা নওডিহা, জেঃ এল নং ১৮৫, খতিয়ান নং ৪০৬, দাগ নং ১৭৬০।

ইতি
**শ্রী নবেন্দু ঘোষাল**
**অ্যাডভোকেট**
**জেলা জজ আদালত সিউড়ী বীরভূম**

## নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় R.O. তথা A.R.C.S. নদীয়া মহাশয়ের Memo No. 953, Dt- 26/07/2024 আদেশ বলে কৃষ্ণচন্দ্রপুর রঘুনাথপুর সমবায় সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অদ্য ইং-৩০/০৯/২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হইল। সমিতির মোট ডেলিগেট ৪৩ জন (সাধারণ- ৩১ জন, মহিলা- ১১ জন, সংরক্ষিত তপঃ জাতি/ উপজাতি- ১ জন) এর নির্বাচন আগামী ২৪/১১/২০২৪ তারিখে বেলা ১০ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। সমবায় সমিতির প্রত্যেক বৈধ ভোটারকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। এই ব্যাপারে সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া আছে।

**Assistant Returning Officer**
**Krishnachandrapur**
**Raghunathpur S.K.U.S Ltd.**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১। শ্রী অভিজিৎ গুপ্ত কবিরাজ, ২। শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কবিরাজ সর্বপিতা মনোজ কুমার কবিরাজ, গ্রাম+পোঃ+থানা গোবিন্দপুর, জেলা-ধানবাদ, পিন- ৮২৮১০৯, রাজ্য ঝাড়খণ্ড এর বাসিন্দা। আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ শশাঙ্ক দাস, পিতা-স্বর্গীয় গজানন দাস, সাকিম সিউড়ী বড়বাগান, থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম এর নিকট হইতে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা (১০৩০৪/২৩, ৯৭১০/২৩, ৯১৩৭/২৩, ২৫৭৭/২৪) এর সাহায্যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহার দলিল নম্বর হইতেছে ১৮৬৩/২৪, ১৮০২/২৪, ১৮০৩/২৪, ৩১১৩/২৪। আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ তরুন মাহারা, পিতা নবকুমার মাহারা, গ্রাম+পোঃ ইকরা, থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম, রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা (২৩৬৭/২৪, ১০৬৭০/২৩) এর সাহায্যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহার দলিল নম্বর হইতেছে ২৫১৪/২৪, ২৫১৫/২৪। আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ বনশ্রী মোদক মজুমদার, স্বামী অস্তু মোদক, সাকিম সিউড়ী বড়বাগান, থানা সিউড়ী, জেলা বীরভূম রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা (১১১০৬/২৩, ৫৪০/২৪) এর সাহায্যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহার দলিল নম্বর হইতেছে ২০১৮/২৪, ২০১৯/২৪। আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ দীনবন্ধু মণ্ডল, পিতা শান্তি মণ্ডল, গ্রাম ঝোড়া, পোঃ- নগরী, থানা সিউড়ী, জেলা বীরভূম রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা (১৫৯৭/২৪) এর সাহায্যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেন যাহার দলিল নম্বর হইতেছে ৩৭০৯/২৪ এবং উক্ত দলিল মুলে আমার উপরোক্ত মক্কেলগণ নিম্ন ক, খ, গ তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বি.এল এন্ড এল.আর.ও সিউড়ী (১) বীরভূম অফিসে রেকর্ড ভুক্ত করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে, নিম্ন ক, খ, গ তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলগণের নাম নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বরাবর রেকর্ড ভুক্ত হইয়া যাইবে।

**তপশীল (ক)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা চণ্ডীপুর, জেঃ এল নং-১৯১, খতিয়ান নং ১২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ১৯৯, ১৮৫, ২৬৬, ১৯/১, ১৮২/১, ১৯৩/১, ১৭৩/১, ২২৫/১, ২৪৭/১, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৫৬, ১২৪, ১১২, ৪৭৭, ৪২০, ৪২১, ৪১৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৭, ১৪, ১৫৪, ২০০, ১৮, ৪৮৮, ২৮৪, ১৮৭, ৫৯ দাগ নং- ২০৭, ২০৬, ২২২, ৩৪, ২০২, ২০৪, ২১০, ২১১, ২১৮, ২২৪, ২২৮, ২৩০, ৪৫, ২২১, ২৪১, ২৯০, ২৯৬, ২৯৬/৩৬০, ৩০০, ২৯৮, ৪৬, ২১৪, ২১২, ২১৫, ২২৫, ২০৫, ২১৭, ৩৬, ৩০৪, ৩০৭, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬

**তপশীল (খ)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা বরগাঁও, জেঃ এল নং ১৯২, খতিয়ান নং ৯৫/৪, ৪০৬, ২০২, ৫৬, ৮৮, ১৩০, ২৬২, ২৫, ১৮৮, ১৯৮, ৪৯২, ৪৭৪, ৭৯, ১১২, ১৩২/১, ২১৩/১, ৪৯৯, ১২৫, ৫৪৭, ৫৪৮, ১১৭, দাগ নং ৯৩, ৮৭, ৭৭/৩৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৮২, ৮৪, ৭১, ৭৮, ৮০, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৮৩, ৮৭, ৯২, ৯৪, ১০২, ৯৭

**তপশীল (গ)**

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী, মৌজা নওডিহা, জেঃ এল নং ১৮৫, খতিয়ান নং ৪০৬, দাগ নং ১৭৬০।

ইতি
**শ্রী নবেন্দু ঘোষাল**
**অ্যাডভোকেট**
**জেলা জজ আদালত সিউড়ী বীরভূম**

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল স্বীকার করিতেছে যে, গত ইংরাজী ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে উত্তরপাড়া থানা অধীন শঙ্কর মন্ডল পিতা- স্বর্গীয় নীল কৃষ্ণ মন্ডল, দিগর হইতে মাখলা মৌজা, হোল্ডিং নং চ্যাটার্জ্জীপাড়া, (কাশি বাটি) সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং UK. Municipality মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

এ্যাডভোকেট শ্রীরামপুর কোর্ট
**Md. Afzal Hussain**
**Advocate**
**Serampore Court**
**Enl. No.-F-1643/1636/1999**

## বিজ্ঞপ্তি

**বার্নিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**
**রেজি নং ৯১ তাং ১৭-০৮-১৯২৮**
**ঠিকানা গ্রাম- সুরেন্দ্রনাথপুর, পোঃ বার্নিয়া, জেলা - নদীয়া**
**নোটিশ**
**বিষয়ঃ নির্বাচনী নির্ঘণ্ট**
**তারিখ ০১/১০/২০২৪**

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত সদস্যাদের (ভোটার) জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এই সমিতির পরিচালক পর্ষদ নির্বাচিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপে নিম্ন লিখিত সূচী অনুসারে সমিতির ডেলিগেট নির্বাচিত হবে।

**ক্র নং; বিষয়; তারিখ; সময়; স্থান-**

১) মনোনয়ন পত্র গ্রহন, ২২/১০/২০২৪ ও ২৩/১০/২০২৪, সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩টা, সমিতির অফিস গৃহ।
২) মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা, ২৫/১০/২০২৪, সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩টা, সমিতির অফিস গৃহ।
৩) বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা, ২৫/১০/২০২৪, বিকাল ৩টার পর , সমিতির অফিস গৃহ।
৪) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার, ২৬/১০/২০২৪, বিকাল ৩টার পূর্বে, সমিতির অফিস গৃহ।
৫) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ২৬/১০/২০২৪, বিকাল ৩টার পর, সমিতির অফিস গৃহ।
৬) প্রতীক বন্টন, ৩০/১০/২০২৪, দুপুর ১২টায়, সমিতির অফিস গৃহ।
৭) ভোট গ্রহন, ৩০/১১/২০২৪, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা, বার্ণিয়া হাই স্কুল।
৮) ভোট গণনা ও ফল ঘোষনা, ১৭/১১/২০২৪, ভোট গ্রহনের পরে, বার্ণিয়া হাই স্কুল।

সমস্ত সদস্যদের (ভোটার) উক্ত নির্ঘণ্ট অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ও এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**বিঃ দ্রঃ-** প্রকাশ থাকে যে সংসদ ও বিভাগ আনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ আগেই করা হয়েছে। সংসদ ও বিভাগ আনুযায়ী ডেলিগেট সংখ্যা নির্ধারন করা হয়েছে। ডেলিগেট সংক্রান্ত নোটীশ সমিতির বোর্ডে আলাদা করে টানানো আছে যাহা এই নোটিসের অংশ হিসাবে পরিগণীত হবে। ঐ নোটিশে অন্যান্য বিষয়েও কিছু তথ্য দেওয়া আছে।

প্রকাশ থাকে যে প্রয়োজন অনুসারে আরো নির্দেশিকা ও তথ্য সমিতির নোটিশ বোর্ডে টানানো থাকবে।

**Assistant Returning Officer**
**Krishnachandrapur**
**Raghunathpur S.K.U.S Ltd.**

## NOTICE

My client **APARNA MUKHERJEE** W/O, Apurba Kr. Mukherjee lost the title Deed **Being No- 3684 of 1998** duly registered at ADSR Serampore, re-corded in Book No- I, Vol No- 86, Pages from 319 to 326 inrespect of the property of Mouza- Ballavpore P.S. Serampore District of Hooghly, Holding No- 61/D, Thakurbati Street, Ward no- 17 of Serampore Municipality and if anybody or any institution finds the same or have any claim, objection in con- nection with the afore- said Deed and property may lodged their complain or con- tact with me within 15 days from the date of this publica- tion in fail no claim or objec- tion shall be entertained in future.

**AYAN PAKRASI**
**Reg No- WB/1811/2003**
**Advocate**
**35 Dewanjee Street**
**Rishra, Hooghly**
**Ph No- 9830076973**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

# চা শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পঙের চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দফতর থেকে মঙ্গলবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ৪ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস দিয়ে দিতে হবে। আর্থিক সঙ্কটে থাকা চা বাগান মালিকেরা প্রয়োজনে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে বোনাসের অঙ্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার ওই নির্দশিকায় জানিয়েছেন, চা শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত জটিলতার নিস্পত্তি করতে শ্রম দফতর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে একাধিক বৈঠক করেছে। বৈঠকে চা বাগান মালিকদের অনেকেই জানিয়েছেন বিভিন্ন কারণে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে তাঁরা লোকসানের মুখে পড়েছেন। তাই ১৯৬৫ সালের বোনাস আইন, অনুযায়ী ৮.৩৩ শতাংশের থেকে অধিক হারে বোনাস দিতে তাঁরা অক্ষম। সেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলিও অন্তত ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড়। একাধিক দফায় বোনাসের টাকা নিতেও তারা অস্বীকার করেছেন। একাধিকবার আলোচনার পর মালিক পক্ষগুলি ১৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে রাজি হয়। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলি তারপরেও ২০ শতাংশের দাবি থেকে সরতে রাজি ছিল না। এই অবস্থায় চা-বাগান শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

# আবাস যোজনায় স্বচ্ছতা আনতে সমীক্ষক দল গঠন করল রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে। ২১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সমীক্ষা করা হবে। সমীক্ষা পর্বে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সমীক্ষক দলে কারা থাকতে পারবেন আর কারা পারবেন না তা নিয়ে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। সেখানে স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, ওই সমীক্ষায় কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার, চুক্তিভিত্তিক কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং আশা কর্মীরা অংশ নিতে পারবেন না। এমনকি সমীক্ষক দলে রাখা হচ্ছে না কোনও স্কুল শিক্ষককেও। প্রতিটি সমীক্ষক দলে থাকবেন রাজ্য সরকারের একজন করে আধিকারিক এবং ২ জন করে স্থায়ী কর্মী।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্র সরকারের যে ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি করে দেওয়ার কথা ছিল, তার জন্য যে তালিকা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, প্রাথমিক ভাবে সেই তালিকা ধরেই সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা বাড়ি না থাকার বিশেষ আবেদনগুলি পরবর্তী ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা হবে। যারা 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে ফোন করে বাড়ির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের আবেদনও এই সমীক্ষাতে খতিয়ে দেখা হবে। পুরো সমীক্ষার কাজ হবে একটি অ্যাপের মাধ্যমে। সমীক্ষার পরে যোগ্য উপভোক্তাদের নাম বিডিও, মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসকের কার্যালয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। যাদের নাম বাদ পড়েছে, প্রয়োজনে তাঁরা যাতে নিজের বক্তব্য বা কোনও অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে কমপ্লেন ড্রপবক্স রাখা হবে। অপর কোনও উপভোক্তার নামে কোনও অভিযোগ থাকলে সেটাও জানানো যাবে। ৭দিন ধরে সে ই সব অভিযোগ নিস্পত্তির পর গ্রামসভা থেকে এলাকার আবাসে বাড়ি পাওয়া উপভোক্তাদের নামের তালিকা অনুমোদন করাতে হবে। তারপরই ব্লক স্তর ও জেলা লেভেল কমিটি চূড়ান্ত তালিকায় অনুমোদন দেবে। অর্থাৎ আবাসে টাকা অনুমোদন করার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে উপভোক্তাদের যাচাই করা হবে। যাতে কোনওভাবেই বেনোজল ঢুকে না পড়ে। স্বচ্ছতার সঙ্গে তালিকা প্রকাশ করার জন্যই প্রায় তিন মাস ধরে প্রক্রিয়াটি চলবে। অ্যাপের মাধ্যমে কীভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করা হবে তার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের জেলায় জেলায় সমীক্ষক দলে থাকা আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ চালু করে দেওয়া হয়েছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২ অক্টোবর ২০২৪ ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

# সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে দুই পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জুনিয়র চিকিৎসকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপের জেরে তদন্ত কমিটি গঠন করল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগেই সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে এই দুই তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। এই দুর্নীতিতে মূলত উঠেছে বেড দুর্নীতি ও সেন্ট্রাল ল্যাবে দুর্ব্যবস্থার অভিযোগ। এর পাশাপাশি ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ভেট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে সুদীপ্তর। এই সব ঘটনার জেরে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অন্তত সূত্রে খবর এমনটাই। ফলে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা আরজি কর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায় এবার আরও চাপে। সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে দুটো আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতা মেডিক্যালের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বে এগারো সদস্যের তদন্ত কমিটি এই বিষয়টির তদন্ত ভার নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি কর ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়। অভিযোগ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধাঁচেই দুর্নীতি হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। এই মর্মে স্বাস্থ্যভবনে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এই অভিযোগকে হাতিয়ার করেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি ছিল, সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয়। যার প্রেক্ষিতে এই কমিটি গঠিত হয়। প্রতিটি তদন্ত কমিটিতেই জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি হিসেবে দু'জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি এবং দু'জন ইন্টার্নও রয়েছেন।

এদিকে আরজি কর ধর্ষণ-খুনের মামলার পাশাপাশি দুর্নীতি মামলারও তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, সুদীপ্ত রায়ের বাজেয়াপ্ত করা তিনটি ফোনের সিডিআর খতিয়ে দেখছে ইডি। এর আগে, এই তিন ফোন বাজেয়াপ্ত ইস্যুতে সুদীপ্ত রায় বলেন, 'আমরা সত্যের পথে রয়েছি, আমাদেরই জয় হবে। প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি হয়েছে।' প্রসঙ্গত, আরজি কর দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। রিপোর্ট বলছে, তিনি তৎকালীন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুদীপ্তর কাছে অভিযোগ করলেও, লাভের লাভ হয়নি বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। এরপরই সুদীপ্তকে তদন্তের আওতায় নিয়ে আসে ইডি। এই সব বিতর্ক, অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হল।

ইতিমধ্যেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে সুদীপ্তকে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁর সদস্যপদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

# মহালয়ায় আরজি করে বসছে 'অভয়া'র মূর্তি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিহত চিকিৎসক তরুণীর স্মৃতিতে এবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের সামনে বসতে চলেছে তাঁর আবক্ষ মূর্তি। ইতিমধ্যেই বেদিও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, সুবিচার চেয়ে আরজি কর মামলার জল কলকাতা হাইকোর্টের গণ্ডি ছাড়িয়ে গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানি ১৩ অক্টোবর। এদিকে পুজোর আবহেও এখনও রাজ্যের নানা প্রান্তে চলছে আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, '৯ তারিখের বীভৎসতার কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই পরিকল্পনা। ঘটনার বিচার হয়তো একদিন হবে। দোষীরা শাস্তিও পাবে। কিন্তু আমরা চাই তারপরেও যেন এ ঘটনাকে কেউ ভুলে না যান। সে কারণেই এই মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা।' পাশাপাশি তাঁরা এও বলেন, 'আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমাদের দেখতে হবে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন কোথাও না হয়। হাসপাতালে তো অনেকেই আসেন, পড়ুয়ারা আসেন, অধ্যাপকরা আসেন, তাঁদের যেন মাথায় থাকে আরজি করে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। কোনওরকম কোনও দুর্নীতিমূলক কাজ যাতে এখানে না হয় তা সর্বদা মনে করাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

মহালয়ার দিনই শক্তির প্রতীক হিসাবে অভয়ার মূর্তি উন্মোচন হবে আরজি করে। কিন্তু কেমন দেখতে হবে এই মূর্তি সে প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীরা জানান, 'মূর্তিটি তৈরি করছেন অসিত সাঁই। পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ি। তাঁর ভাবনা থেকেই সবটা হচ্ছে। আমরা বলেছিলাম সরাসরি যেন তিলোত্তমাকে তুলে ধরা না হয়। প্রতীকী কিছু যাতে করা যায়। উনি তেমনটাই চেষ্টা করছেন।'

# পুজোয় গ্রিন লাইনে মেট্রোর নয়া নির্ঘণ্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতিমা দেখার জন্য পুজোর সবকটি দিনেই পরিষেবা দিচ্ছে কলকাতা মেট্রো। গ্রিন লাইন মেট্রোতে এই কারণে রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। যাত্রীদের সুবিধার্থে পুজোর কটা দিনে সময় সূচিতেও আনা হয়েছে বদল।

গ্রিন লাইন-১ এর ক্ষেত্রে চতুর্থী, পঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে ১০৬টি মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হবে কলকাতা মেট্রোর তরফে। সপ্তমীতে দেওয়া হবে ৬৪টি পরিষেবা। একই সংখ্যক পরিষেবা দেওয়া হবে অষ্টমী-নবমীতেও। দশমীতে মিলবে ৪৮টি পরিষেবা। চতুর্থী, পঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। শিয়ালদা থেকে সল্টলেক পর্যন্ত। সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা প্রথম পরিষেবা সকাল ৭টা ০৫ মিনিটে। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

মেট্রোর যাত্রীদের সুবিধার্থে সপ্তমী, অষ্টমী-নবমীতে বেলা ১টা থেকে শুরু হবে পরিষেবা। আপ এবং ডাউনে ৩২টি করে মেট্রো ৬৪টি পরিষেবা দেওয়া হবে। রাত সাড়ে এগারোটায় শেষ পরিষেবা মিলবে।

প্রথম পরিষেবা মিলবে বেলা ১টায় শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত। বেলা ১টা ১০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ১১টা ২০ শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত। রাত ১১টা ৩০ সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত। দশমীতে বেলা ২টো থেকে শুরু হবে পরিষেবা। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে। আপ এবং ডাউনে মেট্রো ৪৮ টি পরিষেবা চালানো হবে। ২০ মিনিটের ব্যবধানে মিলবে পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রথম পরিষেবা, বেলা ২টোয় শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত। বেলা ২টো ০৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত। শেষ পরিষেবা, রাত ৯টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত। রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত। একাদশীতে কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় না। দ্বাদশী থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে।

অন্যদিকে, চতুর্থী, পঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে গ্রিন লানই-২ মেট্রোতে ১১৮টি পরিষেবা যার মধ্যে ৫৯ টি আপ এবং ৫৯টি ডাউনে চালানো হবে। এই তিন দিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে পরিষেবা। দিনের ব্যস্ততম সময় ১২ মিনিটে এবং অন্যান্য সময়ে ১৫ মিনিটে চালানো হবে মেট্রো। প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল ৭টায় এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। সকাল ৭টা ১০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। শেষ পরিষেবা থাকবে রাত ৯টা ৪৪ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। রাত ৯টা ৫৪ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী

মেট্রোর যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রো ১১৮টি পরিষেবা (যার মধ্যে ৫৯টি আপ লাইনে এবং ৫৯টি ডাউন লাইনে) চালানো হবে বেলা দেড়টার থেকে শুরু হবে পরিষেবা। ১২ এবং ১৫ মিনিটের ব্যবধানে মিলবে এই পরিষেবা। প্রথম পরিষেবা মিলবে বেলা ১টা ৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। বেলা ১টা ৩০ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। শেষ পরিষেবা মিলবে, রাত ১টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। রাত ১টা ৪৫ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। দশমীতে মেট্রো ৮০ টি পরিষেবা (৪০টি আপ এবং ৪০টি ডাউনে) চালানো হবে। রাত ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১৫ মিনিট ব্যবধানে মিলবে মেট্রো। প্রথম পরিষেবা, বেলা ২টোয়। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। বেলা ২টোয় এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত।

# পুজোর মুখে কলকাতা পুলিশের রদবদল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুজোর মুখেই রাজ্য ও কলকাতা পুলিশে ফের বেশ কিছু রদবদল করল রাজ্য সরকার। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হলেন দেবেন্দ্র কুমার সিং। তিনি আইজিপি ট্রাফিক পদে ছিলেন। আইজিপি ট্রাফিক হলেন গৌরব শর্মা। তিনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আইজিপি পদে ছিলেন। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার তথাগত বসুকে পাঠানো হল পুলিশ ডায়রেক্টরেটে। এছাড়া, হাওড়া স্পেশ্যাল রিসার্ভ পুলিশ থেকে স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশের সার্কেল অফিসার করা হলেন পঙ্কজ কুমার দ্বিবেদীকে। কলকাতা আর্মড পুলিশের ডিসি মিস পুষ্পাকে পাঠানো হচ্ছে হাওড়ার স্পেশ্যাল রিসার্ভ পুলিশে। কলকাতা পুলিশের কমব্যাট ব্র্যাঞ্চের ডিসি কুনওয়ার ভূষণ সিংকে পাঠানো হল শিলিগুড়ি রিজার্ভ পুলিশে।

# নাগরিক মিছিলে দখল রাজপথ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করের ঘটনার নাগরিক মিছিলের মধ্যে দিয়ে বিচারের দাবিতে ফের গর্জে উঠল শহর। মঙ্গলবার সন্ধেয় কলেজ স্ট্রিট থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত হয় নাগরিক মিছিল। এই মিছিলের আয়োজন করেছে বেশ কয়েকটি সংগঠন। মিলিতভাবে আরজি করের ঘটনার বিচারের দাবি তুললেন তাঁরা।

এদিনের মিছিলে স্লোগান উঠল, 'লক্ষ কণ্ঠে একই স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর'। তবে উদ্যোক্তারা মিছিল শুরু আগেই জানিয়েছিলেন, বেশ কয়েকটি দাবি তোলা হবে এদিনের মিছিলের থেকে। যার মধ্যে রয়েছে আরজি কর হাসপাতালে খুন, ধর্ষণ, প্রমাণ লোপাটের যুক্ত সকল দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, নারী নিরাপত্তা, নারী স্বাধীনতা, নারীদের সমান অধিকার চাই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি, মাফিয়া-সিন্ডিকেট রাজের অবসান চাই এবং শাসকের 'থ্রেট কালচার, পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চাই। এই মিছিলের আয়োজকদের মধ্যে চিকিৎসক, জুনিয়র ডাক্তার, স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত বিভিন্ন অংশের সংগঠন যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন যৌন কর্মী, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরাও। ছিলেন নাগরিকদের বিভিন্ন সংস্থাও।

মঙ্গলবারের এই মিছিলের পরে সন্ধ্যা থেকে শহরের অনেকগুলি জায়গায় রাস্তা দখল করেন প্রতিবাদীরা। সেখানে বক্তব্য যেমন পেশ করা হয়, তেমনই সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ। এই রাস্তা দখল চলে রাত পেরিয়ে। এদিকে রাত পোহালেই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস। বুধবার ভোরে মহালয়াও। তখনও চলবে প্রতিবাদ জানানো। কলকাতা, শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় নাগরিকদের জমায়েত থেকে আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবি উঠবে আরও জোর গলায়।

গত ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে ট্রেনি তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে খুন করা হয়েছে আপাতত সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। খুনের সঙ্গে মিলেছে শারীরিক নির্যাতনের চিহ্নও। রাজ্য সরকারের আধিকারিক এবং হাসপাতালের প্রশাসকরা এই অপরাধের চিহ্ন লোপাটের চেষ্টা করেছিল এমন অভিযোগও ওঠে। এরপরই এর বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হন মানুষ। গত প্রায় দু' মাস ধারাবাহিক আন্দোলন চলে রাজ্যের নানা জায়গায়। আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন। এর আগেও গত ১৪ অগাস্ট রাতদখল করেছেন মানুষ। তারপর লাগাতার মিছিল, সভা, মানববন্ধন হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তাররা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছেন। তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আন্দোলনকারীদের চাপে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই আধিকারিককে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যে দাবিগুলি আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা উত্থাপন করেছিলেন তার সব দাবি এখনও পূরণ হয়নি। খুন, ধর্ষণের তদন্ত করছে সিবিআই। এ নিয়ে নজর রাখছে সুপ্রিম কোর্টও। তদন্তের অগ্রগতি কী ভাবে হচ্ছে বা তাতে কী সামনে আসছে তা খতিয়ে দেখছে শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যেই সেই সংক্রান্ত দু'দিন শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।

আগামী ৯অক্টোবর রাজ্যে শারদীয়ার উৎসব শুরুর দিন। সেদিনই সেই তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দু' মাস পূর্ণ হবে। আর সেই কারণেই এবার প্রতিবাদের উচ্চারণেই উৎসব পালন করতে চান রাজ্যবাসীর একাংশ। সেখান থেকে তাঁরা আওয়াজ তুলতে চান, 'তিলোত্তমার বিচার চাই।'

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি গড়া হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের। তাতে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে টিএমসিপির তরফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সভাপতি হলেন কিশলয় রায়। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজন্যা। সেই পদ থেকে সরানো হয়েছে তাঁকে। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপির কমিটি থেকেও সরানো হল রাজন্যাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সভানেত্রীর পদ থেকেও সরানো হয়েছে রাজন্যা হালদারকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন তন্ময় প্রামাণিক, ফিরোজ আলি লস্কর, এবং সায়ক চক্রবর্তী। আমিনুল ইসলাম মোল্লা, তীর্থরাজ বর্ধন পেলেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। সম্পাদকের দায়িত্বে শেখ সাহিল, শাহওয়াজ খান, অন্তরা দাস, সোমনাথ সর্দার, উদিতা পাল, রাজ অর্জন সিং এবং ঋতম দত্ত। কার্যনির্বাহী সদস্য হলেন কুতুবুদ্দিন বদ্দি, ঈশিতা সরকার, রূপসা রায়, সানা মন্ডল এবং সৃজিতা বড়ুয়া। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর ইউনিটের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে অমিত কুমার মণ্ডল।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন রাজন্যা হালদার। তাঁর বক্তব্যর ঝাঁঝ মন কেড়েছিল তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন রাজন্যা। নিশানায় বামেদের রেখে তিনি বলেছিলেন, 'এই বাম অতিবামদের চিনে নিন। বর্জন করুন ওদের। ওরা খুনি। ওরা আমার এক ভাইকে খুন করেছে। সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য ওরা তৎপর। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে এলে আমাদের অত্যাচার করেছে। আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছে। আমাদের মেরেছে। ওরা প্রোগ্রেসিভ বলে নিজেদের!' সঙ্গে বামেদের প্রগতিশীলতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

# পানিহাটিতে এনআইএ-র তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষ নেতা প্রশান্ত বসু ওরফে কিষাণদা। বর্ষীয়াণ প্রশান্ত বসু মাওবাদীদের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় সরকার কিষাণদার মাথার দাম রেখেছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ঝাড়খন্ড সরকার তাঁর মাথার দাম রেখেছিল এক কোটি টাকা। যদিও বহুদিন আত্মগোপন থাকার পর ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে সস্ত্রীক ঝাড়খন্ড পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। অভিযোগ, মাওবাদী নেতা প্রশান্ত বসুর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পানিহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লিশ্রী এলাকায় চক্রবর্তী বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ-র অধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে শিপ্রা চক্রবর্তীর বাড়িতে হাজির হন এনআইএ-র চার সদস্যের টিম। তারা ওই বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান এবং শিপ্রা দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘোলা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে চক্রবর্তী বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ উঠেছে, শিপ্রা চক্রবর্তী এবং তাঁর স্বামী মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যদিও শিপ্রা দেবীর স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করেন। চক্রবর্তী বাড়িতে টানা পাঁচ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তদন্তকারীরা বেরিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান নিয়ে শিপ্রা চক্রবর্তী বলেন, রাঁচি থেকে এনআইএ-র অধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। ২০২২ সালে মাওবাদী নেতা প্রশান্ত বসু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেই কেসে তাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছিল। সেইজন্য এনআইএ-র অধিকারিকরা তদন্তে এসেছিলেন। তাঁকে রাঁচিতে যেতে বলেছেন। তবে দিনক্ষণ এখনও তাঁরা জানাননি।

# মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির 'সবলা'র সূচনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** রাস্তাঘাটে, বাসে কিংবা ট্রেনে মাঝে-মধ্যেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় মহিলাদের। সেদিকে নজর রেখেই কয়েকমাস আগে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে চালু হয়েছে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির 'সবলা'। আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের অভিজ্ঞ ক্যারাটে প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্যারাটে শেখানো হচ্ছে। মঙ্গলবার নৈহাটির শিবদাসপুর থানায় সূচনা হল 'সবলা' শিবিরের। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস, এসিপি নৈহাটি পার্থ রঞ্জন মন্ডল, শিবদাসপুর থানার ওসি সমীর দাস-সহ কমিশনারেটের পদস্থ কর্তারা। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরাও এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে হাজির হয়েছিল। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নর্থ জোনের শিবদাসপুর থানায় মোট ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হল ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির। সবলা শিবির উদ্বোধনে এসে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, মেয়েদের ক্ষেত্রে 'সবলা' প্রশিক্ষণ শিবির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনারেটের পুলিশ লাইন থেকে প্রথম শুরু হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির। তারপর বেলঘড়িয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজেও চালু করা হয়েছে 'সবলা' শিবির। এবার থানায় শুরু করা হল। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, আগামী দিনে থানায় থানায় 'সবলা' শিবির চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলার 'সবলা' প্রশিক্ষণ মেয়েদের মনের সাহস অনেকটাই বাড়াবে। এদিন পুলিশ কর্মীদের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার বার্তা দিলেন পুলিশ কমিশনার।

# শুধু হাততালির জন্য গ্রেফতার! প্রশ্ন উঠল আদালতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফের প্রশ্নের মুখে পুলিশের অতি সক্রিয়তা। আর তা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন উঠল আদালতে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে কেবল হাততালি দেওয়ার জন্য পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এক আইনজীবী। তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার শিশুকন্যা সম্পর্কে কুমন্তব্য মামলায় হাইকোর্টে ওঠে এই প্রশ্ন। ওই নেতার সন্তান সম্পর্কে কুমন্তব্যে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদেরকে হেফাজতে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার এই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে ওঠে। এরপরই বিচারপতি জেল সুপারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করে। আগামী ৩ অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, এই মামলাটি ফলতা থানার। কিন্তু একাধিক থানায় এই ধরনের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। সেখানে মামলাকারী দুই মহিলার আইনজীবী সওয়াল করেন, 'আমরা কোনও মন্তব্যই করিনি। শুধু হাততালি দিয়েছি। তারজন্য পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে?'

২০ দিনের ওপর হেফাজতে রয়েছেন দুই মহিলা। অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানান আইনজীবী। রাজ্যের তরফ থেকে সওয়াল করা হয়, 'হেফাজতে অত্যাচারের কথা নিম্ন আদালতে কেন জানাননি অভিযুক্তরা?' রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, 'অত্যন্ত লজ্জার ঘটনা। এই ধরনের মন্তব্যে কেউ উৎসাহ দেয়? এই ধরনের মন্তব্য সমাজে করা যায়?' রাজ্যের তরফে বিচারপতিকে জানানো হয়, যাঁদের ভিডিয়ো দেখে চিহ্নিত করা গিয়েছে, সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। যিনি মন্তব্য করেছেন তিনিও হেফাজতে আছেন। এরপরই বিচারপতি জেল সুপারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেন।

# হিন্দুস্থান ক্লাবের সভাপতি হলেন ঋষভ সি. কোঠারি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হিন্দুস্থান ক্লাব, শহরের অন্যতম প্রধান পারিবারিক ক্লাব, ২০২৪-২৫ সালের জন্য সিকেসি ফ্র্যাগ্রেন্সেস, কলকাতার সিইও ঋষভ সি. কোঠারিকে সভাপতি নির্বাচিত করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভার পরে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল। নির্বাচনে, কোঠারির প্রার্থীদের স্লেট একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়লাভ করে। ছয়টি পদাধিকারী ১৫ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ১৩ জনের জন্য জয়লাভ করেন।

ঋষভ সি. কোঠারি, এর আগে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এর পাশাপাশি ফ্র্যাগরেন্স এন্ড ফ্লাভোর্স এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এফএএফএআই) এর সভাপতি ছিলেন। পরিবর্তনের একটি প্ল্যাটফর্মে তার প্রচার চালিয়েছেন। তার দলকে 'দ্য চেঞ্জমেকারস' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সদস্যদের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্য সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন, যে তার দল ইতিমধ্যে তাদের ইশতেহারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্যগুলিকে রূপরেখা দিয়েছে। তিনি আগামী বছরে এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন। নবনির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন, সহ-সভাপতি সঞ্জয় গোয়েঙ্কা, অনারারি সেক্রেটারি চন্দ্রশেখর সারদা, অনারারি ট্রেজারার কামাল ঘেলানী, অনারারি যুগ্ম সচিব ধ্রুব আগরওয়াল এবং সৌরভ শাহ। উল্লেখ্য, স্বাতী শাহ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।

# বিরূপাক্ষকে সাসপেন্ড করল আইএমএ-ও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর কাণ্ডে এবার আইএমএ-র কোপে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। এই ঘটনার তদন্তে সিবিআইয়ের স্ক্যানারে চলে আসেন বিরূপাক্ষ। এরপরই তাঁকে সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্যদপ্তর, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এবার তাদেরই পথে হাঁটল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনও। সিবিআই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সাসপেনশন বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে।

আইএমএ-র তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে বিরূপাক্ষকে, তাতে লেখা হয়েছে, 'আপনি এই মুহূর্তে সিবিআই স্ক্যানারে রয়েছেন। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যদপ্তর আপনাকে সাসপেন্ড করেছে। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের রাজ্য শাখাও সাসপেন্ড করেছে।' যতক্ষণ না সমস্ত অভিযোগ থেকে রেহাই পান ততদিন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা থেকে সাসপেন্ড থাকবেন চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস।

আরজি কর ঘটনার আবহে ভাইরাল 'হুমকি'র অডিওকে কেন্দ্র করে চর্চায় এসেছিলেন বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। শোনা যাচ্ছিল, ৯ অগাস্ট সকালে অর্থাৎ তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন নাকি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন বিরূপাক্ষ। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। এদিকে বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও ওঠে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে সে চালাতো তাঁর 'দাদাগিরি', 'থ্রেট কালচার'।

এরপরই একের পর এক বিতর্কে নাম জড়ানো বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্যদপ্তর। তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। কিন্তু সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসককে হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে বাধা দেন হাসপাতালের কর্মী, এলাকাবাসী। এসবের জেরে স্বাস্থ্যভবন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে বিরূপাক্ষকে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাস্থ্যভবন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, আপাতত বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে সাসপেন্ড করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি কোথাও কাজে যোগ দিতে পারবেন না।

# মহালয়াতেই উদ্বোধন 'শিয়ালদা ফুড এক্সপ্রেস'এর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলার আকাশে এখন পুজো পুজো গন্ধ। বুধবার মহালয়া। দেবীপক্ষের শুরু। এরমধ্যেই এবার খাবারের গন্ধে ভাসবে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন। পুজো উপলক্ষ্যে ভিড় উপচে পড়ে স্টেশনে। ভ্রমণপ্রিয় বাঙালিরা বেড়াতেও যায় এই সময়। সবকিছুর মাঝেই বাঙালিরা পাচ্ছে নতুন উপহার। উদ্বোধন হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনে নবনির্মিত রেস্তোরাঁ 'শিয়ালদা ফুড এক্সপ্রেস'। মহালয়ার দিনে উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। পুরনো স্লিপার কোচকে নতুনভাবে এই ফুড কোর্টের রূপ দেওয়া হয়েছে। কোচের ভিতরেই থাকবে আস্ত রেস্তোরাঁ। বসে খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। পিৎজা থেকে রসগোল্লা সবই পাওয়া যাবে বিভিন্ন কাউন্টারে। অমৃত ভারত প্রকল্প-র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ চলছে। সেই প্রকল্পেরই অন্তর্গত শিয়ালদা স্টেশনের এই শিয়ালদা ফুড এক্সপ্রেস। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব স্বয়ং উদ্বোধন করবেন এই অভিনব রেস্তোরাঁর। উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ধীমান দাস, যিনি কে সি দাসের বর্তমান অধিকর্তা ও কে সি দাস পরিবারের পঞ্চম প্রজন্ম। তিনি আবার রাজ্যের নামিদামি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন 'মিষ্টি উদ্যোগ'এর প্রেসিডেন্টও। তবু ধীমান দাসের মনে কেসি দাসই। তিনি বলেন, 'কে সি দাস পরিবারের একজন হতে পারা বিরাট সম্মানের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার।' এছাড়াও হাজির থাকবেন বিনোদ দুগার, পদ্মশ্রী প্রহ্লাদ রাই আগরওয়াল সহ অন্যান্যরা। থাকবেন ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেওস্কর। দুপুর ১টায় শিয়ালদা স্টেশনে হবে এই ফুড এক্সপ্রেসের উদ্বোধন। যে উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাত থেকেই সাজো সাজো রব শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে।

## সম্পাদকীয়

# দু’পার বাংলার কবিকুলের যৌথ প্রয়াসে রচিত হয়েছিল এক স্বতন্ত্র দিকবলয়

কলেজে পড়াকালীন সুনীলের স্বীকারোক্তি; ‘কলেজে সদ্য ভর্তি হয়ে আমি খাতার পর খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। সেগুলি ছাপার জন্য কোথাও পাঠাইনি; মনে হত এগুলি আমার একান্ত নিজস্ব, লোকচক্ষুর গোচরে এলেই এদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।’ পরে কৃত্তিবাস-কে কেন্দ্র করে শুরু করেছিলেন তাঁদের যাত্রা। চলমান নদী যেমন খাত পরিবর্তন করে, তেমনই তাঁদের কবিতা স্বতন্ত্র পথের ঠিকানা পেতে ‘নরম ডানায় আগুন’ ছড়াতে পেরেছিল। আগে ও পরের মাঝে একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছিল। সুনীলের স্বীকারোক্তি, ‘এক হিসেবে কৃত্তিবাসের মূল্য ঐতিহাসিক। কারণ, এখানে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতার গতিপথের চিহ্ন রইল।’ এই গতিপথেই উঠে এলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়; শুরু হল তাঁদের যৌথযাপন। আর এঁদের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছিল বঙ্গ জুড়ে। আর এমনই বিধ্বস্ত পরিমণ্ডলের আগুনে তাঁরা ঝলসে উঠলেও সমকালের রাজনীতির দায়বদ্ধতা থেকে বড় হয়ে উঠেছিল ভাষাবদলের দায়বদ্ধতা। দু’পার বাংলার কবিকুলের যৌথ প্রয়াসে রচিত হয়েছিল এক স্বতন্ত্র দিকবলয়। সুনীল দেখেছেন, ‘ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত/ এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম/ এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীতে প্রণাম।/... যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো/আমি বিষ পান করে মরে যাব।’ নবীন পাঠক-পাঠিকা আজও সুনীলের কবিতার রহস্যময়তায় বুঁদ হয়ে আছেন। আমাদের প্রার্থনা, ‘তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে...’।

## শব্দবাণ-৬২

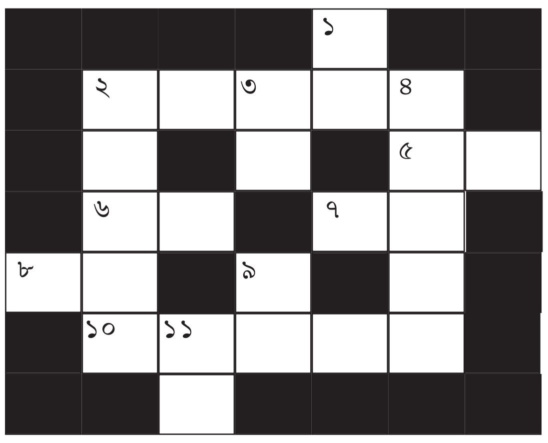


শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. উপহার, ভেট ৫. ঋণ ৬. দুর্গার বড়ো মেয়ে ৭. স্বাদ ৮. তাঁবু, ছাউনি ১০. লোকনিন্দা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. গরজ, প্রয়োজন ২. হিমালয় ৩. পঠন, অধ্যয়ন ৪. নবদ্বীপচন্দ্র ৯. — খোলা তলোয়ার ১১. শপথ, দোহাই, দিব্যি।

### সমাধান: শব্দবাণ-৬১

**পাশাপাশি:** ১. ঠিকানা ৩. ঔরস ৫. জিরান ৬. ধরতা ৭. প্রয়াগ ৯. অসুস্থ ১১. নন্দন ১২. দর্শন।

**উপর-নীচ:** ১. ঠিকুজি ২. নানান ৩. ঔষধ ৪. সরতা ৭. প্রসূন ৮. গর্জন ৯. অচ্ছদ ১০. স্থগন।

## জন্মদিন

## আজকের দিন

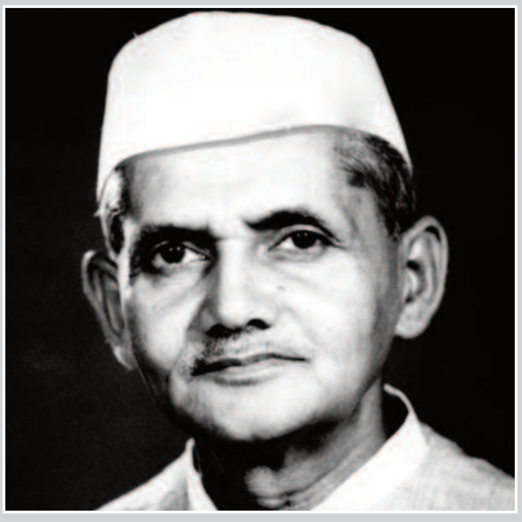

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

*১৯০৪ ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন।*
*১৯৪২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আশা পারেখের জন্মদিন।*
*১৯৭৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

# বাপু মানেই ভারতবাসীর আবেগ, জন-স্ফুরণ এবং অহিংসার দীক্ষা

প্রদীপ মারিক

১৯৪৭ সালের ১৩ অগস্ট গান্ধীজি এসে উঠেছিলেন বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলির ‘গায়দরি ম্যানসন’ বাড়িতে স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে গোটা শহর তখন উত্তাল দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বেলেঘাটার এই পাড়ায় গান্ধীজির আসার উদ্দেশ্য ছিল সেই দাঙ্গার উত্তেজনা প্রশমন কিন্তু রক্তপাত থামাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অনশন শুরু করেন জাতির জনক তার সেই অনশনে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফেরে ৪ সেপ্টেম্বর, দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির টালমাটাল সময়ে দিল্লি থেকে কলিকাতায় বেলেঘাটার এই বাড়িতেই টানা ২৫ দিন কাটিয়েছিলেন গান্ধীজি রোজই মানুষ মারার খবর আসছে মহানগরের অলিগলি থেকে। ১৫ অগস্ট যত কাছে আসছে, সাম্প্রদায়িক অশান্তির অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। ঠিক সেই সময়ই হাজির মহাত্মা গান্ধী। সাম্প্রদায়িক হিংসা বিধ্বস্ত নোয়াখালি যাওয়ার আগে দু’দিন কলকাতায় থাকবেন বলে মনস্থির করেছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু এখানে এসে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মর্মাহত হন মহাত্মা। সোদপুর আশ্রমে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, আরও কয়েকদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে। সৌহার্দের বাতাবরণ যতদিন না তৈরি হচ্ছে, ততদিন থেকে যাওয়ার পণ নিলেন গান্ধীজি। মহাত্মার এই সিদ্ধান্ত ভাবিয়ে তুলল দাঙ্গাবাজদের। দেশভাগের জল্পনা শুরু হতেই এই বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক হিংসার বীজ বপন করা হয়েছিল, তা মহীরুহের আকার ধারণ করে সাতচল্লিশের জুলাই-অগস্টের শুরু থেকে। এক দিকে দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, অন্যদিকে সেই দেশের শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে। এমন ক্ষণে মহানগরের বুকে লাঠি হাতে হেঁটে বেড়ালেন গান্ধীজি। ১০ অগস্ট গান্ধীজি ঠিক করলেন কলকাতা শহর সরেজমিনে দেখবেন। বিশেষ করে হিংসাপ্রবণ এলাকায় যাবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেদিনই কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র সইদ মহম্মদ ওসমানের নেতৃত্বে একটি দল গান্ধীজির কাছে আসে। তাকে স্মরকলিপি দিয়ে অনুরোধ করে, তিনি যেন নোয়াখালি যাওয়ার আগে কলকাতার কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্ট, স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই গান্ধী ভবনে আসেন। ২০০ বছরের পরাধীনতার অবসানের দিন, ১৫ই আগস্ট, যখন দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে তখন বাংলায় চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই সময় এই স্থান থেকেই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর অগস্ট মাস। সারা দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার উৎসব। দিল্লিতে চলছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি কিন্তু তার মধ্যেও বিষাদের সুর! দেশভাগকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত ভারত অংশের পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোতে চলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। প্রাণ বাঁচাতে কিংবা পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রস্তাবিত দু’দেশের দুটো সীমান্ত অংশ দিয়েই চলেছে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের আসা-যাওয়া। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার উৎসবে সামিল হতে পারলেন না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বেলেঘাটার আশ্রমে সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা রাখেন গান্ধীজি। তিনি বলেন, ‘কলকাতায় এসেই স্থির করেছি নোয়াখালি যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখব। কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কলকাতাকে স্বাভাবিক করতে সর্বতো ভাবে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। আমি সারাজীবন দুই সম্প্রদায়ের সেবা করে এসেছি। স্বাধীনতার দোরগড়ায় এসে যদি দেখতে হয়, উভয় সম্প্রদায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া উপায় নেই। এই উন্মত্ততার মধ্যে বাস করতে চাই না। মুসলিম বন্ধুগণের ইচ্ছায় কলকাতায় থাকছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনবেন। এমতাবস্থায় যদি নোয়াখালিতে নতুন করে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার জীবনের অবসান হবে।’ মন্ত্রিসভার আহ্বানে কলকাতার উত্তর ও উত্তর পূর্ব পরিদর্শন করেছিলেন, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেননি অনেকে। জনতার কাছে খবর সেভাবে না পৌঁছনোয় গান্ধীজিকে চিনতেও পারেননি

**২০০ বছরের পরাধীনতার অবসানের দিন, ১৫ই আগস্ট, যখন দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে তখন বাংলায় চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই সময় এই স্থান থেকেই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর অগস্ট মাস। সারা দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার উৎসব। দিল্লিতে চলছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি কিন্তু তার মধ্যেও বিষাদের সুর! দেশভাগকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত ভারত অংশের পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোতে চলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। প্রাণ বাঁচাতে কিংবা পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রস্তাবিত দু’দেশের দুটো সীমান্ত অংশ দিয়েই চলেছে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের আসা-যাওয়া। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার উৎসবে সামিল হতে পারলেন না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বেলেঘাটার আশ্রমে সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা রাখেন গান্ধীজি। তিনি বলেন, ‘কলকাতায় এসেই স্থির করেছি নোয়াখালি যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখব। কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কলকাতাকে স্বাভাবিক করতে সর্বতো ভাবে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। আমি সারাজীবন দুই সম্প্রদায়ের সেবা করে এসেছি। স্বাধীনতার দোরগড়ায় এসে যদি দেখতে হয়, উভয় সম্প্রদায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাহলে আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া উপায় নেই। এই উন্মত্ততার মধ্যে বাস করতে চাই না। মুসলিম বন্ধুগণের ইচ্ছায় কলকাতায় থাকছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনবেন। এমতাবস্থায় যদি নোয়াখালিতে নতুন করে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার জীবনের অবসান হবে।’**

সেদিন অনেকে। এবার গান্ধীজির কলকাতা পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ পেতেই আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। ১০ অগস্ট কাতারে কাতারে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বেলেঘাটায় রাত থেকে জমা হতে শুরু করে। পরের দিন, সোমবার সকালে সাজো সাজো সাজো রব। মনেই হচ্ছিল না, বেলেঘাটা চত্বরে কোনও চাপনাউতর পরিস্থিতি আছে বলে। চিৎপুর রেলওয়ে ইয়ার্ড অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে আসছে বহুদিন ধরেই। এই দুই সম্প্রদায়ের এলাকা ঘুরে দেখেন গান্ধীজি। বিপুল মানুষের সমাগমে হিমশিম খেতে হয় মিলিটারিকে। এমনও দেখা গেল, মুসলিম এলাকায় বহু মুসলিম গান্ধীজির দর্শন পেতে গাড়ি আটকে রইলেন। তাকে সেই এলাকা থেকে ছেড়ে যেতে দিতে নারাজ তারা। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি। তাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে, এমন অনুরোধও করতে হল তাকে। গাড়ি যখন আবার ছেড়ে সামনের দিকে এগোয়, এক ব্যক্তি দৌড় দেন পিছু পিছু। কারণ, তিনি গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাননি। ছুটছেন সাংবাদিক, ছুটছেন নিরাপত্তা রক্ষী, ছুটছেন নেতা-মন্ত্রীরাও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও প্রফুল্ল ঘোষের গাড়িও ছুটছে। চিৎপুর থেকে পৌঁছলেন মানিকতলায় সেখানেও কিছুটা সময় কাটালেন তিনি। গান্ধীজির অপেক্ষায় কাতারে কাতারে মানুষ। শঙ্খ, উলু ধ্বনি দিলেন মহিলারা। কে হিন্দু, কে মুসলিম বোঝা দায়, শুধুই কালো মাথার ভিড়। বেলেঘাটায় হিন্দু-মুসলিম আলাদা আলাদা জায়গায় বাস করলেও, এ দিন সব একাকার। এমনও দৃশ্য দেখা গেল, হিন্দুর কাঁধে হাত রেখে এক মুসলিম যুবক ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন গান্ধীজিকে এক পলক দেখার জন্য। কয়েক দিন আগে উন্মত্ত জনতার যে সাম্প্রদায়িক হিংসার সাক্ষী ছিল এই বেলেঘাটা, সেই বেলেঘাটাই ভাসল দুই সম্প্রদায়ের সৌহার্দের জোয়ারে। হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত রেখে গান্ধীজির গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলেন। মিলিটারির প্রহরীরা তাদের সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বেলেঘাটার পর ঘুরলেন মুসলিম প্রধান এলাকা এন্টালি, চিংড়িঘাটা, ট্যাংরা সেখান থেকে ধর্মতলা মোড় হয়ে সার্কুলার রোড, শেষে গেলেন রাজাবাজারও। গান্ধীজির এই যাত্রার পরই অসম্প্রীতির কালো মেঘ কাটতে থাকে কলকাতায়। মঙ্গলবার মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শরণাপন্ন হন মহাত্মার। গান্ধীজি জানতেন তার এই অহিংস নীতি একটি কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষার উপরই ভারতের স্বাধীনতা-সৌধের ভিত্তিমূলের দৃঢ়তা বোঝা যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয় ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ সালে গুজরাটের পোরবন্দরে। তিনি একদিকে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং লেখক যিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন। সেই হিসাবে, তিনি তার দেশের পিতা হিসাবে বিবেচিত হন। গান্ধী তার মতবাদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজির মা, পুতুলিবাই গান্ধী সম্পূর্ণরূপে ধর্মে নিমগ্ন ছিলেন। জমিজামা বা অলংকারের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। নিজের বাড়ি এবং মন্দিরের মধ্যে সময় ভাগ করে নিতেন, ঘন ঘন উপবাস করতেন এবং পরিবারে অসুস্থতা দেখা দিলেই দিন-রাত্রি শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলতেন। নয় বছর বয়সে, গান্ধীজি তার বাড়ির কাছে রাজকোটের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি পাটিগণিত, ইতিহাস, গুজরাটি ভাষা এবং ভূগোলের মূল বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ সালের নভেম্বরে, ১৮ বছর বয়সে তিনি আহমেদাবাদের হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি ব্যারিস্টার হন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেমন গর্জে উঠেছিলেন তেমনি সাদা চামড়ার লোকেরা যখন ভারতবাসীদের ‘নেটিভ’ বলতো তখন এই নেটিভ কথা তার মনে খুব আঘাত করতো। তিনি চুপ করে সহ্য করতেন না, প্রতিবাদ করতেন। তার প্রতিবাদের ভাষা ছিল স-হিংসা নয় অহিংসা। ইংরেজদের বুলেটের সামনেও ভারতবাসীদের নিয়ে তার আন্দোলন ছিল অহিংসা। তার এই অহিংসার ডাকেই সারা বিশ্বকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করিয়েছিলেন।

# ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এনবিসিসি’র বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র তথা আবাসন প্রকল্প

সত্যব্রত কবিরাজ

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রাণকেন্দ্র শ্রীনগরের লালচক থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরেই এখন যেকেউ ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন। ভূমিপুত্র ছাড়াও যেকেউ এখন ভূস্বর্গে প্রস্তাবিত নতুন টাউনশিপে ব্যবসার জন্যও প্লট বুক করতে পারবেন। ফলে ভূস্বর্গের যাবতীয় বিশেষ পণ্য এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারত তথা বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে পৌঁছে দেওয়াটা সময়ের অপেক্ষা। প্রস্তাবিত টাউনশিপে একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলে পুজোর ছুটিতে বা অন্য কোনও সময়ে যেমন প্রচণ্ড গরমের সময়ে নাতিশীতোষ্ণ ভূস্বর্গে কাটানোটা উপভোগ করতে পারবেন। আর নিজের ফ্ল্যাটে বসে তুষারপাতের শব্দ ও দৃশ্য উপভোগ করাটাও কম উপভোগ্য বা বিরল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হবে না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল বিল্ডিংস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (এনবিসিসি) উপত্যকায় ৪০৬ একর জুড়ে আবাসনের প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এজন্য আগামী পাঁচ বছরে সংস্থার পক্ষে পনেরো হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল লালচক থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে রাখ গুন্ড অক্ষায় এই টাউনশিপ গড়ে উঠছে। চাইলে নিজের প্লট কিনেও বাড়ি বানানোর সুযোগ থাকছে। এজন্য বসবাসের প্লট বিক্রি করবে এনবিসিসি। বিলাসবহুল ভিলা বা লাক্সারি ভিলা, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, বাণিজ্যিক অফিস স্পেস, ইন্ডোর স্পোর্টস সেন্টার, ২০০ ঘরের সর্বাধুনিক সুবিধা ও পরিষেবা সহ রিসর্ট। ইতিমধ্যেই এনবিসিসি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য শ্রীনগর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এনবিসিসি’র পক্ষে জানানো হয়েছে প্রকল্প রূপায়ণের বিস্তারিত তৈরি করা হচ্ছে এবং যাতে তা পাঁচ বছরের মধ্যেই রূপায়িত হয় তার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এনবিসিসি জমির প্লট চিহ্নিত করে তা বিক্রির জন্য প্রস্তাব আহ্বানের ব্যবস্থা করবে। তবে বাণিজ্যিক প্লটগুলি লিজে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত টাউনশিপের জমির অর্ধেকের বেশি অংশ বসবাসের প্লট হিসেবে চিহ্নিত করে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। মাত্র বারো শতাংশ বন্টন করা হবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এবং সবুজায়ন করা হবে বাকি দশ শতাংশ জমিতে। নতুন টাউনশিপের পনেরো শতাংশ জমিতে সাধারণ ছাপোষা মানুষের আর্থিক নাগালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে। নির্মাণের জন্য ১২৫ লাখ শ্রম দিবসের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া নির্মাণ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের জন্য পাঁচশো লাখের বেশি শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ এখন থেকেই ভূস্বর্গ শ্রীনগরে ফ্ল্যাট কেনার জন্য শ্রীনগর ডেভেলপমেন্ট অতরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। আগামী দু’বছরের মধ্যেই প্লট কেনার কাজ সেরে ফেলতে পারবেন যেকেউ। টাউনশিপের সামগ্রিক নির্মাণ কাজ তথা রূপায়ণের কাজ ২০২৯ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে।

## আনন্দকথা

আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বিশেষতঃ নরেন্দ্র বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) — আমার এই বস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম।

‘‘কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, ‘‘আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ;

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# চিকিৎসক, নার্সদের স্বাস্থ্যকর্মীদের হুমকির অভিযোগ মদ্যপদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** এবারে মালদা রতুয়ার সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা মদ্যপদের হুমকির মুখে পড়লেন বলে অভিযোগ। রীতিমতো টেবিল চাপড়ে বাজে ভাষায় এক নার্স ও চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাচোল মহকুমার রতুয়া সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ওই গ্রামীন হাসপাতালে পৌঁছায় রতুয়া থানার পুলিশ। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

এদাকে আরজিকর আবহের মধ্যে রতুয়ার সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্সকে সরাসরি হুমকির ঘটনার পর থেকে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট নামের ভিত্তিতে অভিযোগ এখনও দায়ের হয় নি। লিখিত অভিযোগ হলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ওই গ্রামীণ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের ফোন পেয়েই দুইজনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে , এদিন রাতে এক যুবককে আঙ্গুলে ক্ষত অবস্থায় নিয়ে আসেন তার কয়েকজন বন্ধু। ওই রোগীর বাম হাতের একটি আঙুলে তিনটি সেলাই পড়ে। কিন্তু এই গ্রামীণ হাসপাতালে সুতো না থাকায় ওই রোগীর পরিবারের লোকদের বাইরে থেকে প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে সুতো কিনতে বলা হয়। এরপরই সেই সুতো নিয়ে আসলে রোগীর আঙুলে সেলাই করে ব্যান্ডেজ করা হয়। এই হাসপাতালে সুতো কেন নেই, তার কৈয়ফত চেয়ে কয়েকজন যুবক তাণ্ডব শুরু করে দেয়। রীতিমতো কর্তব্যরত এক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকেও মারমুখী হয়ে ওঠে দুই যুবক। ঘটনাস্থলে হাসপাতালেরই এক স্বাস্থ্যকর্মী ওই দুই যুবকের হুমকি এবং তাণ্ডবের বিষয়টি মোবাইল বন্দী করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়।

রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক অঙ্কুশ মণ্ডল বলেন, 'যে মুহূর্তেই রোগীটি এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য, তখন সেলাই করার মতো সুতো ছিল না। কিন্তু তাকে জরুরিকালীন চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন। এজন্য প্রেসক্রিপশন দিয়ে ওই রোগীর আত্মীয়কে সুতো কিনতে বলা হয়েছিল। হাসপাতালে সুতো না থাকার কারণে আমাদের হঠাৎ করে মারমুখী হয়ে উঠে ওই রোগীর সঙ্গে আসা কয়েকজন যুবক। তারা রীতিমতো মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেই রতুয়া থানায় ফোন করি।' পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দু'জনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার লিখিত অভিযোগ জানানোরও কথা সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে বলা হয়েছে।

# এনআইএ হানা আসানসোলে নকশাল নেত্রীর বাড়িতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** আসানসোলে অভিজ্ঞান সরকার এবং সুদীপ্তা পালের বাড়িতে এনএইএ অভিযান। অভিজ্ঞান একজন গবেষক হিসেবে পরিচিত। সুদীপ্তা অধিকার নামে নকশাল পন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সূত্রের খবর মাওবাদী যোগ সন্দেহে তল্লাশি। আসানসোলের কুলটি থানার ডিসেরগড় গ্রামের একটি বাড়িতে এনআইএ অভিযান। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোর থেকে অধিকার সংগঠনের নেত্রী সুদীপ্তা পালের বাড়িতে এআইএ এবং এসটিএফ যৌথ ভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সুদীপ্তা পাল একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তবে কী কারণে এই অভিযান তা জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ৪ ঘণ্টা অভিযান শেষে এনআইএ এবং এসটিএফ বেরিয়ে যায়। সুদীপ্তা পালের দাবি, একটি মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। সুদীপ্তা পাল জানান, তাঁর বাড়ি থেকে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

---

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**জোনাল অফিস : আসানসোল**
উদরেজ ভবন, ৩য় তল,
৮, জি টি রোড (পশ্চিম)
আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, পব

**শাখা স্থানান্তরের নোটিশ**

এতদ্বারা সাধারণ এবং বিশেষত গ্রাহকদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিধি শাখা,** নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ০৭.১০.২০২৪ তারিখ থেকে স্থানান্তর/কাজ চালু করতে চলেছে :

| বর্তমান কার্যকর শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা | নতুন/পরিবর্ত শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা |
|---|---|
| **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিধি শাখা**<br>প্রযত্নে দীনেশ চৌধুরী অ্যান্ড অন্যান্য<br>ঠিকানা- পো : সিধি, জেলা : পুরুলিয়া, প.ব.<br>পিন - ৭২৩২১৩ | **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিধি শাখা**<br>শ্রীমতি ফুনু গোপ<br>ঠিকানা - পো : সিধি, জেলা : পুরুলিয়া, প.ব.<br>পিন - ৭২৩ ২১৩ |

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে উক্ত পরিবর্তন ০৭.১০.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত তারিখ থেকে তাদের অ্যাকাউন্ট/লকার নতুন শাখা প্রেমিসেসে লেনদেন করতে। আরও বিস্তারিত জানতে(আবশ্যক) মতে, গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক/ অনুমোদিত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

**তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪** — **জোনাল ম্যানেজার, জোনাল অফিস, আসানসোল**

---

**KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank**

**দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ**
**ঘোষপাড়া শাখা**
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭

**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.০৩.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রীমতি দেবী চৌধুরী স্বামী শ্রী অমরনাথ চৌধুরী** ১৫৭, হরিদয়াপুর স্টেশন রোড, হরিদয়াপুর বারাসত ৩১, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১২৭, পশ্চিমবঙ্গ এবং হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩, ১ম তল, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২০৬, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী অমরনাথ চৌধুরী পিতা প্রয়াত অজিত চৌধুরী** হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩, ১ম তল, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২০৬, পশ্চিমবঙ্গ আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৬,৩৪,৬৯৯.২২ টাকা (ষোলো লাখ চৌত্রিশ হাজার ছশো নিরানব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৬,৩৪,৬৯৯.২২ টাকা (ষোলো লাখ চৌত্রিশ হাজার ছশো নিরানব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
**জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং "জিডি", পরিমাণ আনুমানিক ১৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ৪ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ খোলা কিচেন, এবং ২ টয়লেট একতলায় (জি-৪) তলা ভবনে নাম "হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩",অবস্থিত মৌজা-বালি, আরএস খতিয়ান নং ৪১৪৮, আরএস দাগ নং ৭৫৪২, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন (লিফট সুবিধা সহ) জেলা রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত বিদ্যুৎ, নিকাশি, সিউয়ারেজ, জলের লাইন, প্রবেশ এবং অন্যান্য সুবিধা সমন্বিত। ফ্ল্যাটের স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি দেবী চৌধুরী। চৌহদ্দি :
উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : খোলা জায়গা,
পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : চাতাল, সিঁড়ি, এবং লিফট।

স্থান: ঘোষপাড়া — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৬.০৯.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

---

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**দরপাড়া শক্তিপুর শাখা**
রাজিনগর, গ্রাম এবং পোস্ট - শক্তিপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২ ১৬৩

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে**

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা , নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৮.১০.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দরপাড়া শক্তিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৩,৮০,১৫১.০০ টাকা** (তেইশ লাখ আশি হাজার একশ একান্ন টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৪,৩৭,৯৩৯.৪১ টাকা + ৯,৪২,২১১.৫৯ টাকা) **৩০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স রিম্পা অ্যান্ড সিম্পা এন্টারপ্রাইজেস (স্বত্বাধিকারী - শ্রী সুকল্যাণ নন্দী),** গ্রাম এবং পোস্ট - চৌরিগাছা, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২৪০৫-**এর** কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্র. নং. | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রিম্পা অ্যান্ড সিম্পা এন্টারপ্রাইজেস, (স্বত্বা : শ্রী সুকল্যাণ নন্দী)<br>গ্রাম এবং পো : চৌরিগাছা, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২ ৪০৫।<br>২. স্বত্বাধিকারী/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা :<br>শ্রী সুকল্যাণ নন্দী, পিতা কার্তিক নন্দী<br>গ্রাম এবং পো : চৌরিগাছা, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২ ৪০৫।<br>৩. বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সজল নন্দী<br>পিতা কার্তিক নন্দী, গ্রাম এবং পো : চৌরিগাছা, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২ ৪০৫।<br>খ) দারপাড়া শক্তিপুর শাখা | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : চৌরিগাছা, জেএল নং ৩৮, খতিয়ান নং এলআর ২১৯১, ২১৯০, আরএস ১৪২, প্লট নং এলআর ১৮৮৫, আরএস ১৮৮৫, জমির এরিয়া : ৩.০০ ডেসিমেল, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৪০৫, দান দলিল নং ৫৩১০ তারিখ ২২.০৭.২০২২,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী কল্যাণ নন্দী এবং শ্রী সজল নন্দী। চৌহদ্দি :** উত্তরে : আদম হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণে : সনৎ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : অবনী গোপাল নন্দীর সম্পত্তি,পশ্চিমে : মেটাল রোড। | ২৩,৮০,১৫১.০০ টাকা (তেইশ লাখ আশি হাজার একশ একান্ন টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৪,৩৭,৯৩৯.৪১ টাকা + ৯,৪২,২১১.৫৯ টাকা) ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) ৭,০০,০০০.০০ টাকা (*) (সাত লাখ টাকা)<br>খ) ৭০,০০০.০০ টাকা (সত্তর হাজার টাকা)<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) IDIB30211677311<br>ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই<br>চ) প্রতীকী দখলীকৃত |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১০.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

**তারিখ- ০১.১০.২০২৪** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান- দরপাড়া, শক্তিপুর** — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

---

**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা

**L&T Finance**

**দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি**
**[আইন-8(1)]**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 4-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম | বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ | ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ | ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹) | তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLHL1800 0408 | 1. মেসার্স লোকনাথ এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক গৌরচাঁদ ভৌমিক মাধ্যমে)<br>2. গৌরচাঁদ ভৌমিক সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে<br>3. তমালিকা ভৌমিক সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে | সমস্ত খণ্ড ও অংশ<br>সম্পত্তির ঠিকানা : সম্পত্তির ঠিকানা : পানিহাটি পৌরসভা, কোলকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই মৌজা পানিহাটি, জে.এল. নং 10, ই.পি. নং 47বি, এস.পি. নং 33/2, আর.এস. প্লট নং 3359, হোল্ডিং নং 86, বি.এন. সামসল, জেলা উত্তর 24-পরগণা, ওয়ার্ড নং 5, থানা খড়দহ, জেলা 24 পরগণায় থাকা ও অবস্থিত, যার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামোর সঙ্গে একত্রে 10 ছটাক পরিমাপের জমি। | 16-07-2024 | 31-05-2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 32,03,062.96/- | 28-09-2024 প্রতীকমূলক দখল |

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

**তারিখ:** 02.10.2024
**স্থান:** কলকাতা

স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

---

# কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং-৫৫৯(এন),তাং-০৫.০৪.১৯৬৮
গ্রাম-রানীনগর,পোঃ-গোপীনাথপুর, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদিয়া, পিনকোড -৭৪১১৫৫

এতদ্বারা কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাদের জানানো হচ্ছে যে আগামী **২৪-১১-২০২৪** তারিখে সমিতির প্রতিনিধি(ডেলিগেট) নির্বাচন নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির উক্ত ভোট প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সমস্ত ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে এবং নির্বাচনক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা এই বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযোজিত হয়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হোলো যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলি সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**: সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট:**

| ক্র.নং. | বিষয়/বিবরণ | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মনোনয়নপত্র গ্রহণ | ২৮-১০-২০২৪ ও ২৯- ১০-২০২৪ | সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ২ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা | ০৫-১১-২০২৪ | বেলা ১২ টা থেকে | সমিতির অফিস |
| ৩ | বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ | ০৫-১১-২০২৪ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে | সমিতির অফিস |
| ৪ | মনোনয়নপত্র/ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার | ০৬-১১-২০২৪ | বেলা ৩টে পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ৫ | চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ০৬-১১-২০২৪ | বেলা ৩টের পর | সমিতির অফিস |
| ৬ | প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন | ১১-১১-২০২৪ | দুপুর ১২টা | সমিতির অফিস |
| ৭ | প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ | ২৪-১১-২০২৪ | সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত | রাণীনগর জুনিয়র হাইস্কুল |
| ৮ | ভোট গণনা | ২৪-১১-২০২৪ | ভোট শেষ হওয়ার পর | রাণীনগর জুনিয়র হাইস্কুল |
| ৯ | ফল ঘোষণা | ২৪-১১-২০২৪ | ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর | রাণীনগর জুনিয়র হাইস্কুল |

বিঃদ্রঃ-নমিনেশন পত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।
আরও প্রকাশ থাকে যে প্রয়োজন অনুসারে আরো নির্দেশিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকবে।

**স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়**
**সহকারী রিটার্নিং অফিসার,**
**কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

---

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।**
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৮.১০.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম | সম্পত্তির বিস্তারিত | ক) দখলের ধরন<br>খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>গ) সংরক্ষিত মূল্য<br>ঘ) ইএমডি পরিমাণ<br>ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>চ) সম্পত্তির আইডি<br>ছ) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | **শ্রীমতি চঞ্চলা ঠাকুর,**<br>ঠিকানা : ১ : ২৪, দয়াল মিত্র লেন, কলকাতা : ৭০০০০৬,<br>ঠিকানা ২ : ফ্ল্যাট নং বি, একতলা আরজিএম/২৩/১৪, উত্তর -দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ডিডি৫/২, দেশবন্ধু নগার, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯<br>**শাখা : পাইকপাড়া** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, জল এবং বিদ্যুৎ সুবিধা সহ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৪ বর্গফুট একতলায় ফ্ল্যাট চিহ্নিত বি, নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক পনেরো বর্গফুট কমবেশি, সিএস দাগ নং ৬৯১, আরএস খতিয়ান নং ৭০,মৌজা : রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮,আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩২০৭,থানা : রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, এডিএসআরও রাজারহাট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা) ওয়ার্ড নং ২৩(বর্তমানে ১০), হোল্ডিং নং আরজিএম/২৩/১৪, প্রেমিসেস নং ডিডি-৫/২ দেশবন্ধু নগর (রঘুনাথপুর), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** অনিল কুন্ডু এবং সুবল দাস, **পূর্বে :** শ্রীমতি সন্ধ্যা জুট্টা, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। | ক) স্বত্ব<br>খ) নেই<br>গ) ১৬,৫০,০০০ টাকা<br>ঘ) ১,৬৫,০০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB050442198201<br>ছ) ২২,৫৩,৭৯০.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিপান্ন হাজার সাতশ নব্বই টাকা) ২৮.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ সহ |
| | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | সম্পত্তির অবস্থান |
| ২ | **শ্রীমতি সঙ্গীতা দাস**<br>স্বামী শ্রী প্রণয় দাস, ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা - ৭০০০৪৭<br>**শ্রী প্রণয় দাস**<br>৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা - ৭০০০৪৭<br>**শাখা : রাসবিহারি এভিনিউ শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং : ১এ, মোজাইক মেঝে পরিমাণ ৬২০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা রাইপুর, জেএল নং ৩৩, ই পি নং ১৫৪, এস পি নং ৪২৯/১, সিএস প্লট নং ১৩৫৬(অংশ),১০৪৪(অংশ), ১০৪৬ (অংশ) থানা : বর্তমানে নেতাজি নগর, পূর্বতন যাদবপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯, এবং পুর প্রেমিসেস নং ৬৯/১/৩/১৩২/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড,কলকাতা : ৭০০০৪৭, ডাক ঠিকানা : ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি,কলকাতা : ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত তিনতলা ভবন ইট নির্মিত **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ১৫৪এ, **দক্ষিণে :** ৮ ফুট কলোনি রোড, **পূর্বে :** প্লট নং ১৫৩, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট কলোনি রোড। | ক) স্বত্ব<br>খ) জানা নেই<br>গ) ১৪,২৮,৪৮০.০০ টাকা<br>ঘ) ১,৪২,৮৪৮.০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50313366185<br>ছ) ২৮,৯৪,২৪১.০০ টাকা (আঠাশ লাখ চুরানব্বই হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা) ২৮.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ |
| | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | সম্পত্তির অবস্থান |
| ৩ | **মেসার্স লক্ষ্মী টেক্সটাইল** (স্বত্বাধিকারী শ্রী সঞ্জয় ঘোষ) ১২, বি টি রোড, ওয়ার্ড নং ৭০, কলকাতা - ৭০০১৫৬<br>**শ্রী সঞ্জয় ঘোষ (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার ঘোষ ৩১৯ বঙ্কিম পল্লী, পো. সোদপুর, থানা - খড়দহ, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১০<br>**শাখা : পাইকপাড়া** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক গুদাম/দোকান (বাণিজ্যিক স্থান) চিহ্নিত গুদাম নং "২ এবং ৩" , পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬২৫.২১ বর্গফুট একতলায়, ব্লক নং এ, বহুতল ভবন পরিচিত "গণপতি এনক্লেভ" নামে সিমেন্টের মেঝে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ১০ কাঠা ১৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৫০১, আরএস দাগ নং ৩৫০১/৪১৩০, সিএস খতিয়ান নং ১১৩০, আরএস খতিয়ান নং ২২২৯ এবং ২২৩১, হোল্ডিং নং ১৭৭৭/১০, প্রেমিসেস নং ৩৯, এস এন পাল স্ট্রিট, উত্তর নওদাপাড়া, থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৯, ওয়ার্ড নং ০৮, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল স্ট্রিট, **দক্ষিণে :** দেবদাস মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন, এবং সাধারণ চলার পথ, **পূর্ব :** প্রয়াত কেষ্ট চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। | ক) প্রতীকী<br>খ) জানা নেই<br>গ) ২২,৭২,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) ২,২৭,২০০.০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB50413248523 |
| | | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক গুদাম/দোকান (বাণিজ্যিক স্থান) চিহ্নিত গুদাম নং "৫ এবং ৬" পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬৭.৮৫ বর্গফুট একতলায়, ব্লক -এ, বহুতল ভবন পরিচিত "গণপতি এনক্লেভ" সিমেন্ট মেঝে এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০ কাঠা ১৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৫০১, আরএস দাগ নং ৩৫০১/৪১৩০, সিএস খতিয়ান নং ১১৩০, আরএস খতিয়ান নং ২২২৯ এবং ২২৩১, হোল্ডিং নং ১৭৭৭/১০, প্রেমিসেস নং ৩৯, এস এন পাল স্ট্রিট, উত্তর নওদাপাড়া, থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৫৯, ওয়ার্ড নং ০৮, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল স্ট্রিট, দক্ষিণে : দেবাশিস মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন এবং সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** প্রয়াত কেষ্ট চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। | ক) প্রতীকী<br>খ) জানা নেই<br>গ) ২,৭৯১,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) ২,৭৯,১০০.০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB30222669318<br>ছ) ১,৭৬,০৬,৭০৩.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াত্তর লাখ ছয় হাজার সাতশ তিন টাকা) ২৮.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ, মূল্য, চার্জ সহ |
| | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | সম্পত্তির অবস্থান |
| ৪ | **শ্রী পিনাকী দাস** (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী গোবিন্দ লাল দাস, সাইনীর অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি, চতুর্থতলে, শ্যামনগর, ৭০, ভারত চন্দ্র রায় রোড, ওয়ার্ড নং ২৫, পো : শ্যামনগর, থানা : জগদ্দল, কলকাতা : ৭৪৩১২৭।<br>আরও ঠিকানা : প্রযত্নে বিপ্লব গোস্বামী, গুড়দহ নতুন পল্লি, শ্যামনগর, ভাটপাড়া এমওজি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১২৭।<br>**শ্রী গোবিন্দ লাল দাস** (জামিনদাতা), সাইনীর. অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি, চতুর্থতলে, শ্যামনগর, ৭০, ভারত চন্দ্র রায় রোড, ওয়ার্ড নং ২৫, পো : শ্যামনগর, থানা : জগদ্দল, কলকাতা : ৭৪৩১২৭।<br>**শাখা : বৌবাজার স্ট্রিট।** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) ৪র্থতলে, চারতলা (জি-৩) ভবনে নাম "সাই অ্যাপার্টমেন্ট" (সাইনীর) পরিমাণ ৭৩৭ বর্গফুট (এসবিএ), ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন,২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা : মূলাজোড়, জেএল নং ১৮, তৌজি নং ৬৫৫, আরএস দাগ নং ৫৪৮/২১৬০, আরএস খতিয়ান নং ১৭২৬,হোল্ডিং নং ৭০, ভারত চন্দ্র রায় পথ ওয়ার্ড নং ২৫, ভাটপাড়া পুরসভা অধিক্ষেত্রে, পিন : ৭৪২১২৭, পো : শ্যামনগর,থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, এডিআরএস নৈহাটি, স্বত্বাধিকারী : শ্রী পিনাকী দাস (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী গোবিন্দ লাল দাস। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মিহির রায়ের জমি এবং ১০ রোড, **দক্ষিণে :** দীপু সেনগুপ্তর সম্পত্তি, **পূর্বে :** পুতুল সিংহ এবং প্রদ্যুৎ সিংহ এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি সড়ক যা উত্তর পশ্চিম দিকে ১০ ফুট চওড়া পুর সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত। | ক) স্বত্ব<br>খ) জানা নেই<br>গ) ১৮,০৩,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) ১,৮০,৩০০.০০ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB011694198011<br>ছ) ২০,৭৭,১৫৩.০০ টাকা ২৮.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ, মূল্য, চার্জ সহ |

| সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির অবস্থান |
|---|---|
| ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in |

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা** — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

## জিরো পয়েন্টে বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং

# বোধনের আগেই সীমান্তের দুই বাংলার বিসর্জনের প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** বোধনের আগেই বিসর্জনের প্রস্তুতি বৈঠক টাকিতে। টাকির মালপোয়া, ফুলের তোড়া ও আলিঙ্গন তথা ভাতৃত্ববোধ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই ফ্লাগ মিটিং শুরু হয় টাকিতে ইছামতী নদীবক্ষে। ঐতিহ্যবাহী টাকির ইছামতী নদীবক্ষে দুই বাংলার প্রতিমা নিরঞ্জন সম্প্রীতির সংস্কৃতি বহন করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে।

ইছামতী নদীর বিসর্জন দেখতে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্য এমনকি বিদেশি বহু পর্যটকদের ঢল নামে নদীর পাড়ে। বসিরহাট মহকুমার টাকি পুরসভার দুই বাংলার বিসর্জন ঘিরে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিং হলো মঙ্গলবার। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও হাসনাবাদ মোঃ ওমর আলি মোল্লা, আইসি গোপাল বিশ্বাস, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজি, টাকির ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডেন্ট বিনোদ কুমারের নেতৃত্বে বিএসএফ আধিকারিকরা।

ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন সাতজনের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আধিকারিকরা। এদিন বিসর্জনের চূড়ান্ত দিন চলতি মাসের ১৩ অক্টোবর রবিবার ইছামতী নদীতে বিসর্জন হবে। এবার বাংলাদেশের প্রতিমা ও পর্যটকদের নৌকো নামবে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর মাঝ বরাবর দড়ি দিয়ে লঞ্চ লাগিয়ে অস্থায়ী বর্ডার তৈরি করবে প্রতিবছরের মতো। কেউ কারও অস্থায়ী সীমান্ত অতিক্রম করবে না। কিন্তু দুই বাংলার প্রতিমা বিসর্জন হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দুই দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষা একেবারে কঠোর থেকে কঠোরতম করা হবে। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ড্রোন, বাইনোকুলার ও সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্য দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা নজর রাখবে বিএসএফের পক্ষ থেকে। কোনও রকম ভাবে নিয়মের ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে তার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। টাকির ইছামতী নদীর বিসর্জন দেখতে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকরা পুজোর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই টাকির হোটেলগুলোতে ভিড় জমান।

# তন্ত্র সাধনায় শিশু বলির দায়ে ফাঁসি ও যাবজ্জীবন সাজা ধৃতদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** তন্ত্র সাধনার নাম করে এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও শ্বাসরোধ করে খুন করে সেফটি ট্যাংকের ভেতর ফেলে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তদের একজনের ফাঁসি ও একজনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল আরামবাগ মহকুমা আদালত। অভিযুক্তদের নাম সুশীলা মাঝি ( ৬৭) এবং সাগরিকা পন্ডিত (৪০)। মঙ্গলবার মহকুমা আদালতে দুই অভিযুক্ত সাগরিকা পন্ডিতের ফাঁসির সাজা ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানার পাশাপাশি সুশীলা মাঝির যাবজ্জীবন সাজা ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং সরকারকে মৃত শি কন্যার পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২০১৮ সালে ঘটনাটি ঘটে খানাকুল বিধানসভার রাধাবল্লভপুর গ্রামে। অভিযুক্ত সুশীলা মাঝির এক মেয়ে রোগে ভুগছিল। সেই সময় ওই এলাকার এক তান্ত্রিক মুরারি পন্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর এবং ওই তান্ত্রিক সুশীলা মাঝিকে প্রস্তাব দেয়, যদি কোনও শিশুকে নরবলি দেওয়া হয় তা হলে তার মেয়ের রোগমুক্তি হবে। এই সব শুনে ধৃত সুশীলা মাঝি তখন নিজের ৪ বছরের নাতনিকে তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যায়।

তন্ত্র সাধনার নাম করে ওই শিশুকন্যাকে হাত বেঁধে এবং মুখে কাপড় বেঁধে ধর্ষণ করে তান্ত্রিক। এরপর শিশুকন্যাকে খুন করে মৃত শিশুকন্যার দিদিমা ও তান্ত্রিকের স্ত্রী। তারপর এলাকারই এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে টয়লেট চেম্বারের ভেতর ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। মেয়েকে দেখতে না পেয়ে শিশুকন্যার পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে, কোথাও না পেয়ে খানাকুল থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিশুকন্যার বাবা এবং একটি মিসিং অভিযোগও করে।

এরপর তদন্ত নেমে খানাকুল থানার পুলিশ এবং সেই সময় তদন্তভার গ্রহণ করেন পুলিশ অফিসার বুদ্ধদেব সরকার। তদন্তে নেমে শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে ওই টয়লেট চেম্বার থেকে। তদন্তে নেমে তান্ত্রিক মুরারি পন্ডিত তার স্ত্রী সাগরিকা পন্ডিত সহ শিশুকন্যার দিদিমাকে গ্রেপ্তার করে।ন সেই মামলা চলতে থাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে। এদিন দুপুরে আদালতের বিচারক কৃষাণ কুমার আগরওয়াল এই রায় দেন।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি জেল হেপাজতে থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় মূল অভিযুক্ত তান্ত্রিক মুরারি পন্ডিত। দু'জন অভিযুক্তদের মধ্যে প্রতিবেশী সাগরিকা পন্ডিতের ফাঁসি হয়েছে যিনি তান্ত্রিকের স্ত্রী, অন্যদিকে মৃত শিশুকন্যার দিদিমা সুশীলা মাঝির যাবজ্জীবন সহ ১৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে মহামান্য আদালত।এই প্রসঙ্গে মহকুমা আদালতের আইনজীবী বিকাশ রায় বলেন, এই কেসের তদন্ত করে পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল।

অভিযুক্তরা হাইকোর্টে গিয়েছিল বেল পায়নি। তান্ত্রিক মুরারি পন্ডিত হল সাগরিকা পন্ডিতের স্বামী। শিশু ন্যার দিদিমা তান্ত্রিকের কাছে তুলে দিয়েছিল তন্ত্র সাধনার জন্য নিজের নাতনিকে। তিনিও এই ঘটনায় যুক্ত। বিচারক এই মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করেছেন। প্রত্যেক এভিডেন্স দেখেছেন এবং আগে সমস্ত সাক্ষী দেওয়া হয়েছিল সব কিছু দেখে এই রায় দিয়েছেন। এটি ঐতিহাসিক রায়।

অন্যদিকে দিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী অরূপ রতন হাজরা বলেন, 'একটা বাচ্চা মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছিল না ৫-৬ দিন ধরে। পরে পাওয়া যায় সেফটি ট্যাংকের ভেতর থেকে। লোকেদের সন্দেহ হয়েছে পুজো করে তারা হয়তো মেরে দিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করে গ্রেপ্তার করে এবং চার্জশিট করে এবং সাজা ঘোষণা করল। আমরা উচ্চ আদালতে যাব এই রায় আমরা মেনে নিতে পারছি না। এরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাদের আইনের ওপর ভরসা আছে আমরা ন্যায় বিচার পাব।'

# ডেপুটেশনের শিক্ষক তোলায় বন্ধের মুখে জুনিয়র হাইস্কুল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** শিক্ষকের অভাবে দফায় দফায় দু'বার বন্ধ হয়েছে স্কুল, ফের ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে জুনিয়র হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে করুণ মুখে পড়ুয়াদের মুখে 'যেতে নাহি দিব'।

২০১৩ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনও দিনই স্থায়ী শিক্ষক মেলেনি। জোড়াতালি দিয়ে চালানো স্কুল বিভিন্ন সময়ে দু'বার বন্ধ হয়েছে শিক্ষকের অভাবে। ফের দুই শিক্ষককে ডেপুটেশন থেকে তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের খাগ জুনিয়ার হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে আজ করুণ মুখে আন্দোলনে নামল স্কুলের প্রায় ৯০ জন পড়ুয়া। তাদের মুখে এখন একটাই স্লোগান 'যেতে নাহি দিব'।

বাঁকুড়ার খাগ সহ আশপাশের গ্রামের অবস্থান একেবারে ঘন জঙ্গলের মাঝে। ২০১৩ সালের আগে খাগ সহ আশপাশের গ্রামের কেউ পড়াশোনা করতে চাইলে তাকে প্রায় ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার জঙ্গলপথ পাড়ি দিয়ে যেতে হত পাঁচাল হাইস্কুলে। হাতির আনাগোনার সেই রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা চিন্তা করে খাগ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় খাগ জুনিয়র হাইস্কুল। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেই তো আর হবে না। স্কুলটি কোনও দিনই পায়নি স্থায়ী শিক্ষক।

২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্কুল চালানো হয় অবসরপ্রাপ্ত দুই অতিথি শিক্ষক দিয়ে। ২০১৮ সালে ওই শিক্ষকদের কাজের মেয়াদ শেষ হলে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে স্কুল। ফের ২০১৯ সালে স্থানীয় পাঁচাল হাইস্কুল থেকে ২ জন শিক্ষককে খাগ জুনিয়র হাইস্কুলে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে স্কুল চালু করে শিক্ষা দপ্তর। ২০২১ সালে তাঁদের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ফের বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি।

২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকার পর ২০২৩ সালে ফের ৩ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে আবার স্কুলটি চালু করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২ শিক্ষকের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে মঙ্গলবারই। ফলে আগামিকাল থেকে নিজের নিজের স্কুলে ফিরে যাবেন দুই শিক্ষক মলয় ঘাটি ও শান্তনু সিংহ মহাপাত্র। আপাতত স্কুলে ডেপুটেশনে একমাত্র থাকছেন সুদিন মণ্ডল। কিন্তু ওই একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৯০ জন পড়ুয়ার কী ভাবে পঠনপাঠন সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছেন না অভিভাবকরা। তবে কী আবার বন্ধ হয়ে যাবে স্কুলের পঠনপাঠন? ফের ছিনিমিনি খেলা হবে স্কুলের ৯০ জন পড়ুয়ার অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে? সেই আশঙ্কাগুলিকে সঙ্গী করে এদিন দুরুদুরু বুকে 'স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক চাই, আমরা পড়তে চাই' পোস্টার লিখে স্কুলে এল পড়ুয়ারা। একরাশ আশঙ্কা নিয়ে পড়ুয়াদের আন্দোলনে যোগ দিলেন অভিভাবকরাও।

একরাশ মন খারাপকে সঙ্গী করে শিক্ষকদের দাবি ,এভাবে স্কুলটি শিক্ষকহীন হয়ে পড়লে এলাকায় ফের হু হু করে বাড়বে স্কুলছুটের সংখ্যা। পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকদের এই কাতর আর্তি কি পৌঁছবে শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের কানে? স্কুলের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। স্কুলে শিক্ষকের স্থায়ী পদ না থাকাতেই সমস্যা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থায়ী পদ তৈরির জন্য বিকাশ ভবনে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলি থেকে শিক্ষক পাঠিয়ে আপাতত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

# আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাণীকুমারের জন্মভিটে

## মহিষাসুরমর্দিনীর সৃষ্টিকর্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ১৯২৮ সালে প্রথম শুরু হওয়া মহালয়ার পুণ্যলগ্নে মহিষাসুরমর্দিনী নামে একটি গীতি আলেখ্যর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নস্টালজিক আবহ। আজও বাঙালির কাছে মহালয়ার কাক ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী নামক আলেখ্যের জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। এই মহিষাসুরমর্দিনীর বেতার সম্প্রচারক, রাইটার এবং পরিচালক বাণী কুমারের জন্মস্থান হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার কানপুরে।

জানা গিয়েছে, বাণীকুমারের আসল নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। বাবা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও মা অপর্ণা ভট্টাচার্য ও শ্রী গৌরী দেবী। হাওড়ার আমতা এক নম্বর ব্লকের কানপুর গ্রামে মামার বাড়িতে ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে জন্মেছিলেন বাণীকুমার। পরবর্তী সময়ে হাওড়া জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্র জীবনের শেষে টাঁকশালে সালে চাকরি নেন। কিন্তু সেখানে মন টেকেনি, এরপর ফিরে এসে চাকরি নেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। স্ক্রিপ্ট রাইটার ও অনুষ্ঠান পরিচালক ছিলেন বাণীকুমার। তৈরি করেছিলেন মহিষাসুরমর্দিনীর মতো একটি কালজয়ী গীতিআলেখ্য-যা মহালয়ের দিন ভোরে বছর বছর ধরে বেজে ওঠে। কিন্তু জন্মস্থানেই বাণীকুমার বাস্তবিকই অবহেলিত। অথচ হাওড়া শহরে বসেছে তাঁর মূর্তি। উদ্যোগ নিয়েছিলেন কাউন্সিলর শ্যামল মিত্র উদ্বোধন করেছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। আমতার কানপুরে যে বাণীকুমারের জন্ম এই তথ্যটি-বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানেই না- যা এলাকা ঘুরে জানা গিয়েছে। তবে প্রবীণরা ওয়াকিবহাল। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাণীকুমারের জন্মস্থান। সাপ আর বিষধর পোকামাকড়ের আখড়া। মামার বাড়ির ভিটেতে জন্মেও সেই জন্মস্থান আজ ইতিহাস খুঁজছে। উল্লেখ্য, বাণীকুমারের পৈতৃক বাড়ি হুগলির আঁটপুরে।

# মাকে খুনের দায়ে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ছেলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** মাকে গুলি করে খুনের অভিযোগ। দোষী ছেলের যাবজ্জীবন সাজা হল চুঁচুড়া আদালতে। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর রাতে হুগলির কানাগড়ে রাজু তিওয়ারি নামে এক যুবক তাঁর মা জ্যোৎস্না তিওয়ারিকে গুলি করে। পরদিন চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে মৃত্যু হয় জ্যোৎস্নার। এই ঘটনায় বড় ছেলে বীরেন্দরের অভিযোগে গ্রেফতার হয় রাজুকে।

অভিযুক্ত হেপাজতে থাকাকালীন ২০১৮ সালের ২০ মার্চ চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন অস্ত্র আইন যুক্ত হয়। মোট ১৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। গত শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন প্রথম দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা। মঙ্গলবার তাঁর সাজা ঘোষণা হয়।

মামলার সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, নিজের মাকে খুন করে অভিযুক্ত। জমি বিক্রির টাকা নিয়ে অশান্তির জেরেই মাকে মেরে ফেলে। বিচারক মঙ্গলবার দোষীকে ৩০২ দারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ২৫ অস্ত্র আইনে পাঁচ বছর সাজা ও জরিমানা এক হাজার টাকা অনাদায়ে তিন মাস জেলের নির্দেশ দিয়েছেন। অস্ত্র আইনে সাত বছর জেল, জরিমানা দু' হাজার টাকা অনাদায়ে ছ' মাস সাজা।

# জলমগ্ন ইংরেজবাজারে ডেঙ্গুর আতঙ্ক, অমিল পুর-পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** এই দৃশ্য কোনও গ্রামের নয়, খোদ ইংরেজবাজার পুরসভার ৩ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের। যেখানে গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন এলাকা আজও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। জমা জলে কিলবিল করছে মশাল লার্ভা। এমনকি ডেঙ্গুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। কোনও রকম পরিষেবা মিলছে না পুরসভার পক্ষ থেকে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দুর্গাপুজোর মুখে ওই দুই ওয়ার্ডের জলমগ্ন এলাকার মানুষেরা উৎসবের আনন্দ ছেড়ে এখন নিজেদের দুর্ভোগ মেটাতেই নাজেহাল হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন ৩ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনি, জগন্নাথ কলোনি, তেলিপুকুর ,সাধুপাড়া, নরসিংকুপ্পা ,ডকপুকুর এলাকার বাসিন্দারা।

ওইসব ওয়ার্ডের জলবন্দি বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরে বসবাস করেও দীর্ঘদিন জলবন্দি অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। এদিকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে। গত কয়েকদিনে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাতজন। দীর্ঘদিন এলাকায় জল জমে থাকায় এমন রোগ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত সাহা কার্যত স্বীকার করে নেন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। ওইসব এলাকাগুলিতে ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। তাই বৃষ্টির জল জমে থাকছে। তবে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পুজোর আগেই জলের পাম্প মেশিনের মাধ্যমে ওয়ার্ডে জমে থাকা জলগুলি নিকাশির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই বদ্ধ জলের কারণেই অনেকের মনে ডেঙ্গু আতঙ্ক রয়েছে। পুরসভার কর্মীরা এলাকায় নজর রাখছেন, সাফাই কর্মীরা ঠিকমতো ওয়ার্ডে সাফাই পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলর তথা দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, শুধু ৩ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ড নয়, আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। সংশ্লিষ্ট পুরসভার কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে।

# রাজনীতিক নারায়ণ এবার নাটকের বাঞ্ছা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর:** রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সফল নারায়ণ গোস্বামী। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক। গায়ক পেরিয়ে এবার তিনি অভিনেতার ভূমিকায়। তাও আবার বাঞ্ছার মতো বহু আলোকিত, প্রশংসিত, চর্চিত চরিত্রে।

৭০ দশকের শেষের দিকে প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক মনোজ মিত্র তাঁর লেখা নাটক 'সাজানো বাগান' মঞ্চস্থ করেন। নাটকের মূল চরিত্র বাঞ্ছার ভূমিকায় অভিনয় করে মনোজ মিত্র সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। সেই অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ৮০ দশকের একেবারে প্রথম দিকে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ 'সাজানো বাগান' নাটকটির নাম পরিবর্তন করে 'বাঞ্ছা রামের বাগান' নামে সিনেমা করেন। সেখানেও বাঞ্ছার চরিত্রে মনোজ মিত্রই অভিনয় করেছিলেন। সেই অভিনয় দক্ষতা আজও মানুষের মনের মণিকোঠায় আছে।

এবার সেই বাঞ্ছার চরিত্রে দেখা যাবে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীকে। থিয়েটার সমালোচকদের দাবি, বিষয়টি যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলার দর্শকের হৃদয়ে থাকা বাঞ্ছার চরিত্রে মনোজ মিত্র মিথ হয়ে আছেন। সেই চরিত্রে অভিনয় করে জয় পাওয়া যে কোনও অভিনেতার কাছে ঝুঁকিপূর্ণ পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং ও গর্বেরও। এই চ্যালেঞ্জ মনোজ মিত্রের অভিনয়ের সঙ্গে নয়। এই চ্যালেঞ্জ ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা নারায়ণের সঙ্গে অভিনেতা নারায়ণের। এই চ্যালেঞ্জ তাঁর রিহার্সালের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতাও বেড়েছে। সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা শিল্প-সাংস্কৃতিক জগত, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার দৃঢ় মানসিকতা। প্রথাগত তালিম না থাকা সত্ত্বেও মঞ্চে গান গেয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। গান রেকডিংও করেছেন। এবার দাপটের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রখ্যাত অভিনেতা, নির্দেশক মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটক অবলম্বনে 'আবার বাঞ্ছা' নাটকে মুখ্য চরিত্র বাঞ্ছার ভূমিকায় দেখা যাবে নারায়ণ গোস্বামীকে। তারই জোরদার অনুশীলন চলছে অশোকনগর নাট্যমুখ নাট্যসংস্থার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ।

অশোকনগর নাট্যমুখ ২৫-এ দিল। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার অভি চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মনোজ মিত্রের কালজয়ী সাজানো বাগান মঞ্চে আসছে 'আবার বাঞ্ছা' নামে। সেই নাটকেই বাঞ্ছার চরিত্রে অভিনয় করছেন নারায়ণ গোস্বামী। প্রায় ২০ জন কলাকুশলী সহ এই নাটকের জোরদার প্রস্তুতি চলছে। সকলের মধ্যেই উত্তেজনা কাজ করছে। আগামী ৫ অক্টোবর, সন্ধেয় নিউ বারাকপুর কৃষ্টি হলে নাটকটি প্রথম অভিনীত হবে।

রাজনৈতিক মানুষেরা শিল্প-সংস্কৃতিতে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই অভিনয় জগতে সফল। বঙ্গ সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক মানুষদের নাটকে যোগদান বেসুরো নয়। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সভাধিপতি। রাজনৈতিক নারায়ণ গোস্বামীতে এখন নাটকের স্পট লাইট।

# বোনকে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাদা-বউদির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ঝাড়গ্রামে বোনকে খুনের ঘটনায় ১৩ মাসের মধ্যে দুই অভিযুক্ত দাদা ও বউদিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ঝাড়গ্রামে নৃশংসভাবে বোনকে খুনের ঘটনায় ১৩ মাসের মধ্যে দুই অভিযুক্ত দাদা ও বউদিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

গত ২০২৩ সালের ২৫ অগস্ট ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে বোন পুতুল নায়েকের বাড়ি আসেন লদী নায়েক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরের দিন ভোরে বোনের গলাকাটা মৃতদেহ বাড়ির পাশেই দেখতে পান লদী নায়েক। পূর্বের কিছু ঘটনার সূত্রতায় লদীর সন্দেহ হয় তারই সৎ ভাই অনিল এবং অনিলের স্ত্রীর ওপর। ঘটনার পরদিন মৃত পুতুলের দিদি লদী নায়েকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানায় পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছিল ভোররাতে, স্বভাবতই প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে কেসের জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু নিখুঁত তদন্ত ও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে অপরাধীদের শনাক্ত করা হয়। জানা যায়, সম্পত্তির লোভে নিজের বোনকে গলা কেটে খুন করে সৎ ভাই অনিল নায়েক। তার এই ঘৃণ্য কাজে সঙ্গী ছিল তার স্ত্রী। তদন্ত শেষ করে দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। মোট ১২ জন আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অভিযুক্ত অনিল নায়েক ও তার স্ত্রী পুতুল নায়েককে সোমবার দোষী সাব্যস্ত করে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক।

# নস্টালজিয়ায় বাঙালি রেডিওয় মাতলেন মহালয়ার ভোরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোর মঞ্জির'- এক সময় মহালয়ার সকাল মানে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে দেবীর চণ্ডীপাঠ। তা দিয়ে মহালয়া সকাল শুরু হত। বর্তমানে আধুনিক যুগে ও ডিজিটাল যুগে বিকল্প অনেক কিছু যেমন মোবাইল অ্যাপ রেডিও অ্যাপ থাকার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে পুরনো সেই রেডিও। ধুলোমাখা রেডিও ঝাড়তে ঝাড়তে মহালয়ার রোমন্থন করলেন উখড়ার প্রবীণ নাগরিক গৌরব মুখার্জি।

মহালয়ার প্রাক্কালে তিনি বললেন, টেকনোলজির প্রাচুর্যে যে রেডিও সেটটির কথা মনে থাকে না আজ আপামর আম বাঙালির, সেই রেডিওই সময় সরণি বেয়ে মহালয়ার আগে ফিরে আসে হারানো স্মৃতি নিয়ে। ঘুম চোখে রাত চারটেয় বালিশের পাশে রাখা রেডিও অন করলেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে, আশ্বিনের শারদপ্রাতে...। হ্যাঁ ঠিকই 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' বাঙালির চিরন্তন এক আগমনী।

ইউটিউব, এমপি থ্রি ফাইল, সিডি - যাতেই সেই প্রোগ্রামের রেকর্ডিং থাকুক না কেন, মহালয়ার ভোরে আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান শোনার মধ্যে হয়তো লুকিয়ে বাঙালির স্মৃতি-সত্তা। তা না হলে কেন অণ্ডাল, উখড়া, পণ্ডিবেশ্বর, লাউদোহা সর্বত্রই মহালয়ার ঠিক আগে আগে রেডিও সেট সারানোর এত ব্যাকুলতা? সাবেক রেডিওর জায়গায় এসেছে ডিজিটাল এফএম।

এতেই বোঝা যায় বাঙালির নস্টালজিয়ার প্রতি টান বদলায়নি। বছর আশির গদাই ব্যানার্জি হোক বা বছর ২৫-এর শুভ চ্যাটার্জি দুজনেই ধুলো ঝেড়ে দু'টি ভাঙাচোরা রেডিও নিয়ে হাজির হয়েছেন একটি ইলেকট্রনিক্স দোকানে। তাঁদের বক্তব্য, 'যতই রঙিন টিভিতে অনুষ্ঠান হোক, রেডিওতে ওই অনুষ্ঠান না শুনলে মনে হয়, ঠিক ভাবে পুজো শুরু হল না।'

# ৬০টি পুজো কমিটিকে অনুদানের চেক ইন্দাসে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** পুজো কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকারের তরফে অনুদান দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ইন্দাস থানা এলাকার তিনটি মহিলা পরিচালিত পুজো সহ মোট ৬০টি পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে এককালীন ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। ইন্দাস থানায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস, বিডিও সুরেন্দ্রনাথ প্রতি, ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সোমনাথ পাল, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

রাজ্য সরকারের এই অনুদান পেয়ে খুশি সংশ্লিষ্ট পূজো কমিটির সদস্যরা। এদিন অনুদানের চেক নিতে আসা চিরঞ্জিত রায়, পূজা হাজরা বলেন, সরকারি এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এতে করে পূজার খরচের পাশাপাশি সামাজিক কাজেও এই টাকা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। আর তারা সেই কাজটাই করেন বলে জানান। বিষ্ণুপুর এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, এবার ইন্দাস থানা এলাকার তিনটি মহিলা পরিচালিত সহ মোট ৬০টি পূজা কমিটির হাতে চেক তুলে দেওয়া হল। আগামিকাল পূজার মধ্যে তাঁদের সেই খরচের হিসেবে জমা করার কথা বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।

# মহালয়ার আগে রেডিও মেরামতিতে ব্যস্ত অশোক মাঝি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** মহালয়ার মহিষাসুরমর্দিনী শোনার জন্য রেডিওর দোকানে বিশাল ব্যস্ততা। খাওয়াদাওয়ার টাইম নেই রেডিও মেকানিকের এখন আর বিশেষ করে শহরাঞ্চলে রেডিও প্রায় বিলুপ্তির পথে তা সত্ত্বেও ঠিক মহালয়ের মহিষাসুরমর্দিনী রেডিওতে শোনার জন্য মহালয়ার কয়েকদিন আগে থেকে রেডিওর দোকানে ভিড় হয়ে যায়।

এখন বলতে গেলে রেডিও সারাইয়ের দোকান খুব কম, হাতে গোনা যায় বলা যায়। সারা বছর রেডিও বাড়িতে কোন এক কোনায় পড়ে থাকে, ঠিক মহালয়ার সময় তখন মনে পড়ে যায় রেডিও শোনার কথা, জানালেন কয়েকজন রেডিও শ্রোতা। হুগলি জেলার ডানকুনির রঘুনাথপুর বাজার এলাকায় সেই রকমই একজন রেডিও মেকানিকের দোকানে গিয়ে দেখা গেল অনেক ভিড়। রেডিও মেকানিকের নাম অশোক মাঝি, হরেক রকম রেডিও তিনি মেরামতি করেন তার দোকানে। এখন অনেক ভিড়।

অশোকবাবু জানালেন, 'আমি ৪২ বছর ধরে আমার দোকানে রেডিও সারাইয়ের কাজ করছি। তার নাম হয়ে গিয়েছে। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার অশোকবাবুর মিষ্টভাষী ব্যবহার সবাইকে মোহিত করে তোলে। তিনি কাজের মজুরি একদম সঠিক গ্রহণ করেন। অশোকবাবু জানালেন, 'আমি বেশি পয়সা নিই না সৎ ভাবে চলছি, এই ভাবেই আমার কেটে গেল ৪২ বছর। অনেক কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছি দুই কন্যা। তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ছোট মেয়ে উচ্চশিক্ষিত, বড় মেয়েও উচ্চশিক্ষিত।'

বেশ কিছু রেডিও গ্রাহক বা শ্রোতা জানালেন, অশোকবাবুর মতো এত ভালো মেকানিক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অশোকবাবু আরও বলেন, 'আমি অনেক রকম রেডিওর কাজ করেছি, এখনও মাঝে মাঝে রেডিওর কাজ আছে পুরনো দিনের রেডিও মাঝে মাঝে আসে মেরামত করেদি। রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শোনার জন্য এই সময়ে রেডিওর কাজটা বেশি আসে। সরকারি সাহায্য কিছু পেলে ভালো হত হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে রেডিও মেকানিক পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এখনকার প্রজন্ম খুব একটা এই কাজে আগ্রহী নয়।'

# বাংলাদেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করল ভারত

# মাত্র ১৪ ঘণ্টায় জয় রোহিতদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** প্রথম দিন মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে একটিও বল খেলা হয়নি। তার পরেও টেস্টে ফলাফল হল। নেপথ্যে ভারতের লাল বলে ‘টি-টোয়েন্টি ম্যাচ’ এবং বোলারদের দাপট। কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত টেস্ট জিতে নিল ৭ উইকেটে।

প্রথম দিন খেলা শুরু হয় এক ঘণ্টা দেরিতে। ম্যাচের মাঝে বৃষ্টি আসে। মধ্যাহ্নভোজের সময় বাদ দিলে ঘণ্টা তিনেক খেলা হয়। টেস্টে মধ্যাহ্নভোজ এবং চা বিরতির সময় বাদ দিলে এক দিনে ছ'ঘণ্টা খেলা হয়। অর্থাৎ পাঁচ দিনে ৩০ ঘণ্টা। সেখানে কানপুরে ভারত টেস্ট জিতে নিল মাত্র ১৪ ঘণ্টায়।

টেস্টের প্রথম দিনে ৩৫ ওভারে ১০৭ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। দু'দিন নষ্ট হওয়ার পর চতুর্থ দিনে ব্যাট করতে নেমে ২৩৩ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। ৭৪.২ ওভার ব্যাট করে তারা। ভারত ব্যাট করতে নেমেই বুঝিয়ে দেয় তারা টেস্ট জয়ের লক্ষ্য নিয়েই খেলতে নেমেছে। প্রথম ওভারেই যশস্বী জয়সওয়াল তিনটি চার মারেন। রোহিত শর্মা প্রথম দু'টি বলেই ছক্কা মারেন। তাঁরা বুঝিয়ে দেন দ্রুত রান তুলে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠানোই লক্ষ্য। শুধু রোহিত বা যশস্বী নন, ভারতের সব ব্যাটারই এই লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে শুরু করেন। ইংল্যান্ডের ‘বাজবল’ মনে করিয়ে দিলেন তাঁরা। বাংলাদেশের বোলারেরা বুঝতেই পারছিলেন না ভারতের রান আটকাবেন কী ভাবে। ভারতের প্রথম ছ'জন ব্যাটারের মধ্যে পাঁচ জনের স্ট্রাইক রেট ছিল ১০০-র বেশি। যশস্বী ৫১ বলে ৭২ রান করেন। রোহিত ১১ বলে ২৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ৩৫ বলে ৪৭ রান করেন বিরাট কোহলি। লোকেশ রাহুল ৪৩ বলে ৬৮ রান করেন। তাঁদের দাপটেই ৫২ রানের লিড নেয় ভারত। ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দেন রোহিত।

এই মানসিকতাটাই ভারতকে আলাদা করে দিল বাংলাদেশের থেকে। হাতে মাত্র আড়াই দিন থাকলেও যে ম্যাচ জেতার জন্য লড়াই করা যায়, সেটাই বুঝিয়ে দিলেন রোহিতেরা। টি-টোয়েন্টি যুগে প্রতি ওভারে ৮ রানের বেশি তোলা অবাক করে দেওয়া কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু কানপুরের কালো পিচে বল যখন হাঁটুর উপরে উঠছে না, সেই সময় লাল বলে এমন দ্রুত রান তোলা যথেষ্ট কঠিন। সেই কাজটাই সহজে করে গেলেন রোহিতেরা। সেই ইনিংসই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

ভারত মাত্র ৫২ রানে লিড নিলেও বাংলাদেশ বড় রান তুলে পাল্টা চাপ তৈরি করতে পারল না। ওপেনার শাদমান ইসলাম ৫০ রান করেন। কিন্তু জাকির হাসান (১০), মোমুনিল হক (২), অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (১৯), লিটন দাস (১), শাকিব আল হাসানেরা (০) রান পাননি। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি করে উইকেট নেন বুমরা, অশ্বিন এবং জাডেজা। আর আকাশ দীপ তুলে নেন বাংলাদেশের হয়ে রান করা একমাত্র শাদমানকে। ভারতীয় বোলারদের সকলে মিলে উইকেট তোলায় চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। ভারতের সামনে ৯৫ রানের লক্ষ্য রাখে তারা।

পঞ্চম দিনে দু'টি সেশনেই খেলা শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় দল ৯৫ রান করতে নেয় মাত্র ১৭.২ ওভার। রোহিত শর্মা (৮) এবং শুভমন গিল (৬) বেশি রান করতে পারেননি। কিন্তু যশস্বী (৫১) এবং বিরাট (২৯) মিলে ভারতকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। যশস্বী আউট হলেও বিরাট অপরাজিত থেকে যান। ঋষভ পন্থ চার মেরে ম্যাচ জেতান।

প্রথমে চেন্নাই তার পর কানপুর, বাংলাদেশের উপর আধিপত্য নিয়ে জিতল ভারত। যখন যেমন ভাবে চেয়েছে, তেমন খেলেছে ভারত। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে প্রথম দিকের ব্যাটারেরা রান না পেলেও দলকে বড় রান তুলতে সাহায্য করেন অশ্বিন। শতরান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গী ছিলেন জাডেজা। তাঁদের জুটি ভারতকে জয় এনে দেয়। কানপুরে দেখা গেল বল হাতে অশ্বিন-জাডেজা জুটি ভারতকে জেতাচ্ছেন। এমন দু'জন অলরাউন্ডার ভারতের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সিরিজরে সেরা হলেন অশ্বিন।

কানপুরে ম্যাচের সেরা যশস্বী। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে তিনটি অর্ধশতরান করলেন তিনি। সব চেয়ে বেশি রান করেছেন যশস্বীই। ১৮৯ রান করেন তিনি। তরুণ ওপেনার ভারতীয় দলের সম্পদ হয়ে উঠছেন। রোহিত রান না পেলেও যশস্বী ভারতকে প্রতি ম্যাচেই ভরসা দিচ্ছেন।

তরুণ যশস্বী ম্যাচের সেরা এবং অভিজ্ঞ অশ্বিন সিরিজ সেরা। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার এই মিশেল ভারতীয় দলকে সমৃদ্ধ করছে। আগামী দিনে নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজগুলিতে যা কাজে লাগবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও ভারত সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল।

**■ রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টেস্টে তিনি কেন অন্যতম অলরাউন্ডার, বারবার বোঝাচ্ছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফের নিজেকে প্রমাণ করলেন। দুই ম্যাচ মিলিয়ে এক সেঞ্চুরিসহ ১১৪ রানের পাশাপাশি ১১ উইকেট শিকার করায় অবধারিতভাবে সিরিজসেরা পুরস্কার উঠেছে তার হাতেই। তাতে অনন্য এক কীর্তিও স্পর্শ করলেন অশ্বিন। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সিরিজসেরার পুরস্কার পাওয়ার রেকর্ডে এতোদিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন লঙ্কান কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলিধরণ। এবার সিরিজ সেরা হয়ে তাঁকেই ছুঁয়ে ফেললেন অশ্বিন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট লড়াইয়ে এখন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। ৮ টেস্টে ৩৪ উইকেট নিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন প্রাক্তন পেসার জহির খানকে (৩১)।টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিনটি আসরের প্রতিটিতেই অন্তত ৫০ উইকেট নেওয়া প্রথম বোলার অশ্বিন।**

# ১০০-এ অল আউট হলেও দুঃখ থাকত না: জানালেন রোহিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** প্রথম ইনিংসে ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭.২ ওভারে ৯৮ রান। প্রথম ইনিংসে রান রেট ৮-এর উপর। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৬-এর কাছে। কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসেই টি-টোয়েন্টির মেজাজে ব্যাট করেছে ভারত। এই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের নেপথ্যে কী পরিকল্পনা ছিল, জানিয়েছেন রোহিত শর্মা।

কানপুরে বৃষ্টি ও তার জেরে মাঠ ভিজে থাকায় দু'দিনের বেশি সময়ের খেলা নষ্ট হয়। দেখে মনে হচ্ছিল, খেলার ফয়সালা হবে না। কিন্তু চতুর্থ দিন ছবিটা বদলে দেয় ভারত। বাংলাদেশের ২৩৩ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভার থেকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করে তারা। টেস্টের ইতিহাসে দ্রুততম ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০ রান করে ভারত। এই ইনিংসের ফলেই আড়াই দিনে টেস্ট জিতে নেয় তারা।

খেলা শেষে এই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের নেপথ্য কাহিনি জানিয়েছেন রোহিত। তিনি বলেন, তআড়াই দিন বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার পরে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশকে অল আউট করব। সব কিছু নির্ভর করছিল ওরা কত রান করতে পারে। এক বার যখন দেখলাম ওরা ২৩০ রান করল, তখন ঠিক করলাম দ্রুত রান তুলব। কারণ, কত রান করব সেটা বড় বিষয় ছিল না, বড় বিষয় ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে কত ওভার বল করার সুযোগ পাব। কারণ, পিচে বোলারদের জন্য বিশেষ সুবিধা ছিল না। সেখানে বোলারেরা যা করেছে তার জন্য ওদের কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয়।

দ্রুত রান তুলতে গেলে যে আউট হওয়ার ঝুঁকি থাকবে তা জানতেন রোহিত। কিন্তু সেই কথা মাথায় ছিল না তাঁর। তিনি শুধু আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিলেন। রোহিত বলেন, তবড় শট খেলতে গেলে আউট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আমাদেরও ছিল। কম রানে অল আউট হয়ে যেতে পারতাম। ১০০-১৫০ রানে অল আউট হলেও দুঃখ ছিল না। আমরা শুধু নিজেদের একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। ড্রয়ের কথা ভাবছিলাম না।

একই কথা জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। সিরিজরে সেরার পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি বলেন, রোহিত চেয়েছিল আমরা যাতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮০ ওভার বল করতে পারি। সেটাই আমাদের বলেছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম শুরু থেকে বড় শট খেলব। রোহিত নিজেই সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। বাকিরা সে ভাবেই খেলেছে। সেই কারণেই জিতেছি।

**TENDER NOTICE**

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **04/Bali-II GP/ 2024-25 With Vide Memo No. 126/Bali-II/ 2024-25, Dated: - 30-09-2024,** The Last date for online submission of tender is **21/10/ 2024 Upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders. gov.in**

**Sd/-, Prodhan**
**Bali-II Gram Panchayat**

**W.B.S.R.D.A.**
**South 24 Parganas Division**
**CORRIGENDUM**

For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Superintending Engineer, Presidency Circle-II, **P&RD** Department has extended Sl No. 06 of the **e-NIT No. 04/SRDA/N-1/2024-25/02(Mtc.) dt. 06.09.2024 (2024_PRD_746484_6) up to 07.10.2024 at 5.00 PM.** Details which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/-**
**Executive Engineer & Head of PIU**
**WBSRDA, South 24 Parganas Division**

# আমার দেশ/আমার দুনিয়া

## ৫৬ বছর পর বরফের নিচ থেকে উদ্ধার চার অক্ষত দেহ

**শিমলা, ১ অক্টোবর:** ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ১০২ জন যাত্রী নিয়ে হিমাচলের রোটাং পাসে ভেঙে পড়েছিল বায়ুসেনার বিমান। কয়েকটি দেহ উদ্ধার করা গেলেও অধিকাংশেরই খোঁজ মেলেনি। এ বার সেই দুর্ঘটনার ৫৬ বছর পর বরফের নীচ থেকে উদ্ধার হল আরও চার দেহ।

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। চণ্ডীগড় থেকে উড়েছিল বায়ুসেনার এএন-১২ বিমান। পাইলট ছাড়াও বিমানে ছিলেন ১০২ জন যাত্রী। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে রোটাং পাসের কাছাকাছি পৌঁছেই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার। শেষমেশ রোটাং পাসেই যাত্রী-সহ ভেঙে পড়ে বিমানটি। তার পর থেকে দশকের পর দশক ধরে যাত্রীদের মৃতদেহ নিয়ে ওভাবেই বরফের সমাধিতে শুয়ে ছিল বিমানের ধ্বংসাবশেষ।

২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা প্রথম ওই বিমানের বরফে ঢাকা ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। এর পর থেকে ওই অঞ্চলে ভারতীয় সেনার ডোগরা স্কাউট দলের উদ্যোগে একাধিক উদ্ধার অভিযান হয়েছে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে মাত্র পাঁচটি দেহ। এ বার আরও চারটি দেহ উদ্ধার করলেন চন্দ্রভাগা পর্বত অভিযানের সদস্যেরা। যার ফলে সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া দেহের সংখ্যা দাঁড়াল ৯।

উদ্ধার হওয়া চারটি দেহের মধ্যে তিন জনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন মালখান সিং, সিপাহী নারায়ণ সিং এবং টমাস চরণ। চতুর্থ ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। লোসারে ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই উদ্ধার অভিযান।

## মণিপুরে আফস্পার মেয়াদ বৃদ্ধি পেল আরও ৬ মাস

**ইম্ফল, ১ অক্টোবর:** মণিপুরে মঙ্গলবার থেকে আরও ছ'মাসের জন্য বর্ধিত করা হল ‘সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন’ (‘আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট’ বা আফস্পা)-এর মেয়াদ। ১৯টি থানা এলাকা ছাড়া গোটা রাজ্যে এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, জিরিবাম এবং লামফেল-সহ বেশ কিছু থানা এলাকাকে আফস্পা-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। মণিপুরের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কমিশনার এন অশোক কুমার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কিছু বিক্ষুব্ধ এবং কট্টরপন্থী গোষ্ঠী হিংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবিলা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জঙ্গি তৎপরতা মোকাবিলার জন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিতে ১৯৫৮ সালে আফস্পা আইন জারি করেছিল কেন্দ্র। ২০২২ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে অসম, নাগাল্যান্ড, রাজধানী ইম্ফল বাদে মণিপুরের বাকি এলাকা এবং অরুণাচলের তিন জেলায় আফস্পা বলবৎ ছিল। এর পর ধাপে ধাপে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের পর্ব শুরু করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। গত বছরেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছিল, উত্তর-পূর্বের যে সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বা নাশকতার সমস্যা নেই, সেই এলাকাগুলি থেকে পর্যায়ক্রমে আফস্পা তুলে নেওয়া হতে পারে। কিন্তু মণিপুরে হিংসা পরিস্থিতি পুরো পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

মণিপুরের একাধিক অঞ্চলে কুকি ও মেইতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে রয়েছে রাজ্যের পরিস্থিতি। সম্প্রতি পুলিশ ও সেনার যৌথ অভিযানে সাড়ে ২৮ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে পূর্ব ইম্ফল জেলায়। গত মাসেই মণিপুর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং দাবি করেছিলেন, জঙ্গলযুদ্ধ এবং ড্রোন হামলায় প্রশিক্ষিত ৯০০ কুকি জঙ্গি মায়ানমার থেকে মণিপুরে প্রবেশ করেছে। গোয়েন্দা সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। এই রিপোর্টকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হবে না বলেও সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন কুলদীপ।

## স্কুলবাসে আগুনে পুড়ে মৃত অন্তত ২৫ পড়ুয়া

ব্যাঙ্কক, অক্টোবর ভয়াবহ দুর্ঘটনা থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে। মঙ্গলবার একটি স্কুলবাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জন পড়ুয়ার। বাসটিতে শিশু, শিক্ষক সহ ৪৪ আরোহী ছিলেন। পাঁচ শিক্ষক-সহ যে ছাত্রছাত্রীরা বাসে ছিল তাদের প্রত্যেকের বয়সই তিন থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। আহত হয়ে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন। শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। এই অগ্নিকাণ্ড থেকে ২১ জন পালাতে পারলেও, অন্যরা নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশটির ওথাই থানি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের ওয়াত খাও ফরায়া শঙ্খরাম স্কুল থেকে শিশুদের নিয়ে তিনটি বাস ব্যাংককের উত্তরাঞ্চলে একটি বিজ্ঞান জাদুঘর দেখতে যাচ্ছিল। এই শিশুরা ছিল কিন্ডারগার্টেনের বয়সি থেকে ১৩-১৪ বছর বয়সি। উদ্ধারকর্মীরা জানান, এদিন স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ব্যাংককের উত্তরাঞ্চলে এক শহরতলিতে মহাসড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটির একটি টায়ার ফেটে যায়। এরপর বাসটি সড়ক বিভাজকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলে এতে আগুন ধরে যায়।

দেশটির পরিবহণমন্ত্রী সুরিয়া জুয়াংরুংকিত বলেন, প্রাথমিক খবরে বলা হয়, বাসটিতে ৩৮ শিশু ও ৬ শিক্ষক ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল বলেন, আগুনের হাত থেকে ২১ জন বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পুড়ে যাওয়া বাসটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে স্কুলের এক শিক্ষার্থী। সে এই সফরে আরেকটি বাসে ছিল। পুড়ে যাওয়া বাসের দৃশ্য যাতে সে না দেখে তাই তার চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা হতাহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, ‘ওথাই থানি থেকে শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি বাসে আগুন লেগেছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এর ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। একজন মা হিসেবে আমি হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি।’ দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেও স্কুলের ফেসবুক পেজে সফরকারী এই দলের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। ভিডিওটি থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথায়াতে করা। সেখানে সবার পরনে ছিল কমলা রঙের উর্দি। বাস থেকে বেঁচে গেলেও অনেকেই দগ্ধ হয়েছেন। তাদের দেখতে পাথুম থানিতে পাত্রংসিত হাসপাতাল যান দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা। উদ্ধারকারী দলের প্রধান পিয়ালাক থিংকিয়েউ ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, উদ্ধার করা মরদেহগুলোর মধ্যে খুব অল্প বয়সের কয়েকজন রয়েছে।

**PANIHATI MUNICIPALITY**
**P.O.- Panihati, P.S.-Khardah,**
**Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114**
**Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-11/2024-25 dated 30.09.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders. gov.in.**Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 08.11.2024.**

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Panihati Municipality**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম-এর ওয়ার্কস্ কন্ট্র্যাক্টে ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/ ১০/৫৪১/ইএমইউ/আরটি-১ (ওপেন টেন্ডার), তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৪।** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ইএমইউ কারশেড হাওড়া ও ব্যান্ডেলের ই.ও.টি. ক্রেনগুলির জন্য শ্রাউডেড ডিএসএল-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩২,০২,০৮৫.২৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৬৪,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ৯০ দিন। **বন্ধের তারিখঃ** ১৮.১০.২০২৪ বেলা ১২টা। **চুক্তির ধরণঃ** ওয়ার্কস। **বিডিং প্রক্রিয়াঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। ই টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের সাপেক্ষে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা পড়ে তা গ্রহণ করা হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে।

(HWH-323/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**মেট্রো রেলওয়ে,** কলকাতা

**সংশোধনী**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস/০৮-২০২৪-এর সংশোধনী-২।** উপরের টেন্ডারটিতে নিচের প্রয়োজন অনুযায়ী **পরিবর্তন** নিম্নোক্ত হিসেবে পড়তে হবেঃ **প্রয়োজনে পরিবর্তিত সামগ্রীঃ (১) টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ একজিস্টিং ভ্যালু** - ১৫.১০.২০২৪, ১৫.০০ ঘঃ। **মডিফায়েড ভ্যালু** - ২২.১০.২০২৪, ১৫.০০ ঘঃ। **(২) বিড শুরুর তারিখঃ একজিস্টিং ভ্যালু** - ০১.১০.২০২৪। **মডিফায়েড ভ্যালু** - ০৮.১০.২০২৪। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। **www.ireps.gov.in**-তে বিশদ দেখা যাবে।

ডেপু. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

**আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata**

**Mogra-I Gram Panchayat**
**Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148**
**Notice Inviting e-Tender**

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details are given below:

**E-NIT No. 611/MOG-I/24, ID: 2024_ZPHD_760462_1,**
**E-NIT No. 612/MOG-I/24, ID: 2024_ZPHD_760469_1,**

Last Date of Bid Submission: **25-10-2024 up to 18.55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Pradhan,**
**Mogra-I Gram Panchayat**

**BHAWNIPUR S.K.U.S. LTD.**
**Bhawanipur :: Shyampur :: Tarakeswar :: Hooghly :: 712410**
**Notice Inviting e-Tender**

e-Tender hereby invited by undersigned vide **Memo No. 001/BKUS/2024, e-Tender No. 01/BKUS/2024-25, Dated : 28.09.2024** for Proposed **“Repairing of Godown at Ground Floor and Construction of Godown at First Floor”** under PACS & MSC Fund. Bid Submission Start Date (Online) : **28.09.2024.** Bid Submission Closing Date (Online) : **03.10.2024 up to 11.00 A.M.** Technical Bid Opening Date (Online) : **05.10.2024 at 11.00 A.M.** For details visit : **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-** **Chairman** **Bhawanipur S.K.U.S. Ltd.**
**Sd/-** **Secretary** **Bhawanipur S.K.U.S. Ltd.**

**Madhusudanpur Gram Panchayat**
**Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas**
**ABRIDGED NIT**

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 1 no bid of reparing and const GP Building vide **NIT No. 249/XVFC- United/ NIT/MGP/2024,** Dated- **01/10/2024,** Estimated Cost. Including Gst & L. Cess is **Rs. 199660/-** (One Lakh Ninety Nine Thousand Six Hundred Sixty) Only. Last dte of submission of online Bid is **22/10/2024 upto 12 noon.** For details please visit to our GP Office.

**S/D Pradhan,**
**Madhusudanpur Gram Panchayat**

**চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল স্টাফ নিয়োগ**

বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৪৫২৪১৮ তারিখঃ ২৮.০৯.২০২৪

চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ **চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল স্টাফ (নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট-৮ জন, ফার্মাসিস্ট গ্রুপIII-২ জন, ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট গ্রুপII-২ জন, ড্রেসার গ্রুপIII/ওটিএ গ্রুপIII-৩ জন, এইচ অ্যান্ড এমআই-৩ জন, এইচএ-১২ জন) ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে** ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ইএমডিঃ** ১,৬৯,৭৫৮ টাকা। **ইপিবিজিঃ** পি.ও. মূল্যমানের ৫%। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ৮৪,৮৭,৯৪৫ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.১০.২০২৪ সকাল ৯.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৮ (আট) মাস ২ দিন। জিএএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ জিইএম সার্ভিস বিড নথি পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে দর উল্লেখ করতে হবে ও জমা করতে হবে।

(MED-08/2024-25) চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কাঁচরাপাড়া

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

## শারদীয়া

**দীপঙ্কর গোস্বামী**

ক বি তা

আকাশে আজ নীলের ছোঁয়া,
নীচে রোদের হাসি;
বর্ষা ঋতু বিদায় নিয়ে
বলল; আমি আসি।
গ্রামে গ্রামে পথের ধার
এবং নদীর কূল,
সাজল শুচিশুভ্র সাজে
ফুটলে কাশফুল।
শিউলিতলায় ঝরল শিউলি,
ভরল পুকুর পদ্মে;
শিশির মেখে হাসল শরৎ
ঢাকের নতুন বাদ্যে।
আনন্দ তাই ধরে না যে
খোকা-খুকুর মনে,
পুজোর ছুটি পড়ে গেছে
ইস্কুলে এই ক্ষণে!
সাজ্ রে সবাই এমন দিনে,
দেখ্ রে ঠাকুর টানা;
বলছে বাতাস ফিসফিসিয়ে;
শুনছে নাকো মানা!

## আজ মহালয়া ● পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরু


BENGAL SCHOOL OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
BSTM
www.bstm.org.in

EHCPL
EAST HOOGHLY GREEN VIEW HOUSING COMPLEX
East Hooghly Constructions Pvt. Ltd.
Super Market, Chinsurah Station Road, Chinsurah, Hooghly
Contact : (033) 2686 3700, 98747 40990

নিবেদিত -
১৭ তম হুগলী জেলা
সেরা পুজোর সন্ধানে ২০২৪

পরিকল্পনায় ও রূপদানে
H TV HOOGHLY
রেডিও পার্টনার
91.9 friends fm
অনুপ্রেরণায়
হুগলী জিলা পরিষদ
Co-Sponsor
AQUAMARINA WATER THEME PARK

সেরার সেরা মুকুট
সেরা প্রতিমা সেরা মণ্ডপ
সেরা আলো সেরা পরিবেশ
সেরা থিম সেরা বাড়ির পুজো
আবাসন পুজো মহিলা পরিচালিত পুজো

সেরার সেরা মুকুট
সেরা ৫০

hooghlytv95@gmail.com www.facebook.com/hooghlytv www.youtube.com/c/hooghlytv
আমরা থাকছি উত্তরপাড়া ⇌ গুপ্তিপাড়া

প্রিন্ট পার্টনার
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

HOOGHLY MOTORS PVT. LTD.
An ISO 9001:2015 Certified Company
M.G. Road, Khadina More, Chinsurah, Hooghly
Contact : 9903044222

NARAYANI CONSTRUCTION
Adisaptagram Station Road, Adconagar, Hooghly
Contact : 9831135806 / 9830985841

Mob. : 8583080737 7003710181
JOY BABA PANCHANAN MISTANNA BHANDER
TOLAFATAK, CHINSURAH, HOOGHLY

DIPAK TELECOM

সব্যসাচী দাস
বিশিষ্ট সমাজসেবী

সপ্তম বার্ষিক হুগলি জেলা সংগীতমেলা
১৯ অক্টোবর ২০২৪ দুপুর ২টো থেকে
চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবন

Yummy Express
Restaurant & Cafe
VIVEKANANDA ROAD, PIPULPATI, HOOGHLY
(OPP. HIT COLLEGE)



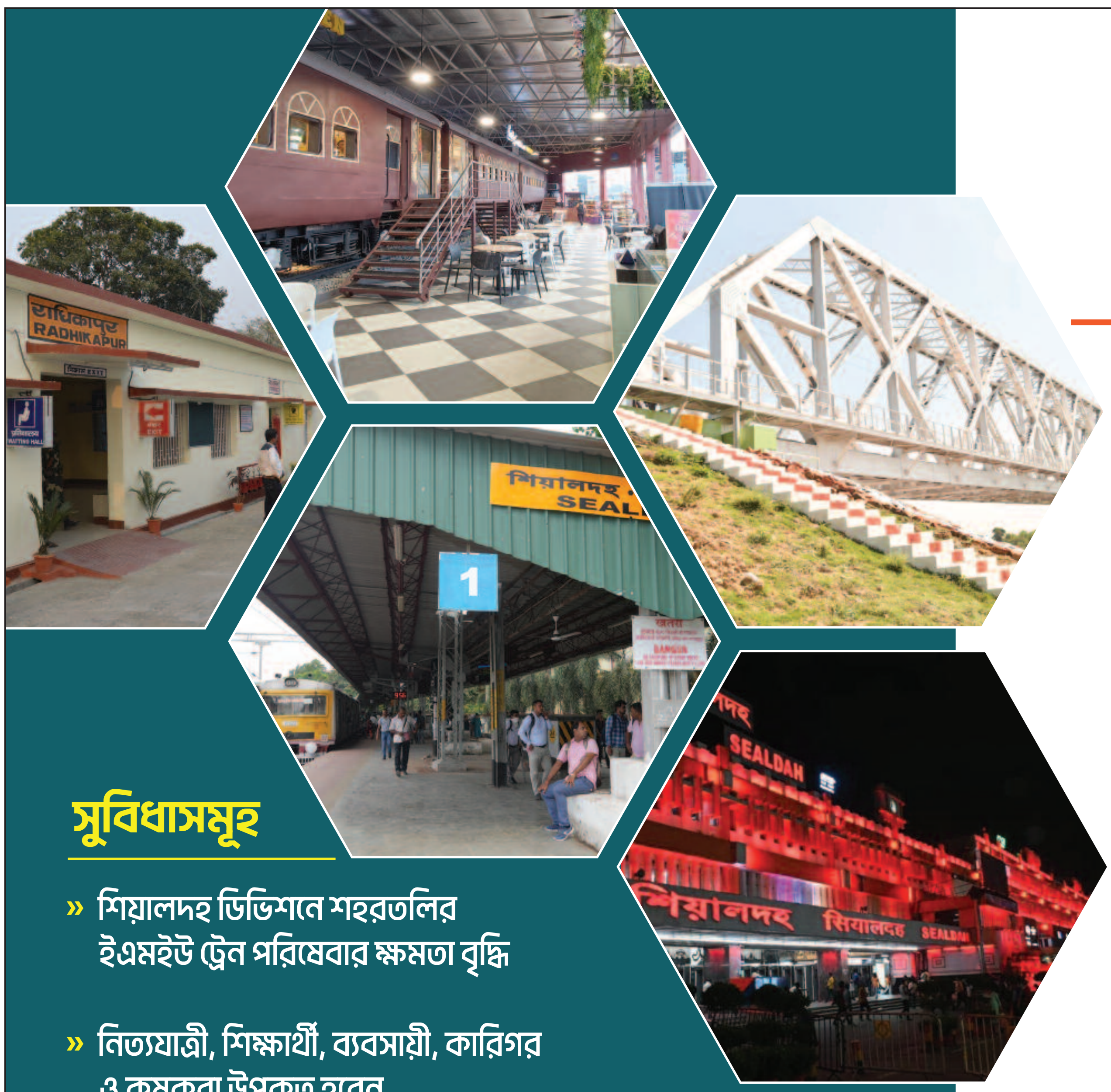

পশ্চিমবঙ্গে মজবুত রেল যোগাযোগ
ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার সমর্পিত

"ভারত কিভাবে উন্নত হচ্ছে ও স্বপ্ন কিভাবে বাস্তবায়িত হয়, তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় রেল।"
— নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জাতির প্রতি উৎসর্গীকরণ
১২ কোচ ইএমইউ লোকাল ট্রেন দাঁড়ানোর জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের ৫ টি প্ল্যাটফর্মের (১ থেকে ৫ নং) সম্প্রসারণ

শুভ উদ্বোধন
শিয়ালদহে রেল কোচ রেস্টুরেন্ট

শুভ সূচনা
১২ কোচ রেক সহ শিয়ালদহ-রানাঘাট ইএমইউ পরিষেবা

এবং

শুভ সূচনা
(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)
আজিমগঞ্জ - কাশিমবাজার মেমু ট্রেন
কৃষ্ণনগর - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন
রাধিকাপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস

অশ্বিনী বৈষ্ণব
রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং
ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী
ভারত সরকার
দ্বারা

সুবিধাসমূহ
» শিয়ালদহ ডিভিশনে শহরতলির ইএমইউ ট্রেন পরিষেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি
» নিত্যযাত্রী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকরা উপকৃত হবেন
» যাত্রীদের জন্য রেল আবহে রেস্টুরেন্ট
» বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শহরতলির যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি
» নতুন রুট এবং নতুন ট্রেন পরিষেবাগুলি অন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করবে

স্থান: শিয়ালদহ স্টেশন | তারিখ: ০২.১০.২০২৪ | সময়: দুপুর ১২.২৫ মিনিট

পূর্ব রেলওয়ে
জাতির সেবায়

অনুসরণ করুন:
@easternrailwayheadquarter @EasternRailway @eastern.railway @easternrailwayheadquarters www.er.indianrailways.gov.in